আবদুস শহীদ নাসিম

সবার আগে নিজেকে গড়ো

আবদুস শহীদ নাসিম

সবার আগে নিজেকে গড়ো

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-023-0
বিবিসি প্র : ০০৬

প্রকাশক
সা'দ ইবনে শহীদ
বর্ণালি বুক সেন্টার (বিবিসি)

পরিবেশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৭ ঈসায়ী
দশম মুদ্রণ : জুন ২০১২ ঈসায়ী

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৩৫.০০ টাকা মাত্র

SOBAR AAGE NIJEKEY GORO (Buildup Yourself First) by Abdus Shaheed Naseem, Published by Sa'ad Ibn Shaheed, Bornali Book Center (BBC), Distributor : Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8317410, Mob. 01753422296. Ist Edition : April 1997, 10th Print : June 2012.
Price Tk. : 35.00 Only.

দুটি কথা শুনো

তোমরা যারা পড়ো, তোমরা যারা হতে চাও বড়ো, এসো তোমরা সবার আগে নিজেকে গড়ো। আর নিজেকে গড়তে হলে অনেক কিছু তোমার জানতে হবে। আর জানার আলোকে নিজেকে গড়তে হবে। কি কি তুমি জানবে? কিভাবে কিভাবে নিজেকে গড়বে? এসব কথা অল্প কথায় এ বইতে লিখে দেয়া হয়েছে। এ বইটি সুন্দর জীবন গড়ার মিনি গাইড বুক। এ বইটি তোমাদের জন্যে। তোমরা বইটি পড়ো। তারপর এর আলোকে নিজেকে গড়ো। আশা করি তোমরা হবে অনেক বড়ো। এরপর আরো বই পড়ো। আরো হও বড়ো। তোমরা নিজেকে গড়ে অনেক বড় হলে আমাদের খুশির সীমা থাকবেনা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দর জীবন গড়ে বড়ো হতে সাহায্য করুন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম

০৮.০৪.১৯৯৭

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
পরম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

নিজকে জানো নিজকে গড়ো

১. গড়তে হলে জানতে হবে

সুন্দর পৃথিবী গড়বে তুমি? তাহলে সবার আগে নিজেকে গড়ো। নিজেকে গড়বে তুমি? গড়তে হলে জানতে হবে। তোমাকে জানতে হবে কিভাবে তুমি গড়বে নিজেকে?

আমি তুমি এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে কতোটুকু জানি? মহাবিশ্ব দূরে থাক, আমরা যে পৃথিবী নামের এই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে বাস করি, এটি সম্পর্কেই বা আমরা কতটুকু জানি? পৃথিবীর কথাও বাদ, তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে কতটুকু জানো? বিশ্ব বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী নিজের জ্ঞানকে সমুদ্রের এক ফোটা পানির সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জ্ঞান রাজ্যে আমার অবস্থান মহাসমুদ্রে এক ফোটা পানির অবস্থানের মতোই।

জানার শেষ নেই। তুমি যতোই জানবে, যতোই জ্ঞানার্জন করবে, দেখবে, তুমি জ্ঞান সমুদ্রের কূলেই রয়ে গেছো। তুমি যতোই জ্ঞানী হবে, অনুভব করবে, জ্ঞান সমুদ্র জয় করাতো দূরের কথা, তুমিতো কেবল এর এক ফোটা পানি নিয়েই নাড়াচাড়া করছো। মুর্খরাই নিজেদের জ্ঞানী মনে করে। জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করেন হায়! সবইতো আমার অজানা রয়ে গেলো! তিনি ব্যাকুল হয়ে জ্ঞানের পিছে ছুটেন। তিনি যতো জানেন, যতো শিখেন, ততোই বুঝতে পারেন, হায় এখনো যে কতো অজানা! জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো নিজেকে সবজান্তা মনে করেননা। তিনি কখনো নিজেকে জ্ঞানী মনে করেননা। তিনি সারা জীবনই নিজেকে ছাত্র মনে করেন।

তিনি নিজেকে জ্ঞানের অন্বেষী মনে করেন। তাঁর অন্বেষার সাধ কখনো মেটেনা। তিনি সবাইকে নিজের চাইতে অধিক জ্ঞানী মনে করেন। সবার কাছ থেকেই তিনি শিখার এবং জানার চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ তাঁর শাশ্বত বাণী আল কুরআনে বলেছেন : 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন জ্ঞানী আছে।'
(সূরা-১২, ইউসুফ : আয়াত-৭৬)

'আচ্ছা বলতো, এ জগতে কি এমন কেউ আছে, যে বলতে পারে, আমার উপর কোনো জ্ঞানী নেই? তাই তুমি জানো, শিখো, জ্ঞানার্জন করো। নিজেকে গড়তে হলে জানতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে।'

'যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে অনেক অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে।' (আল কুরআন, সূরা-২ আল বাকারা : আয়াত-১৬৯)

২. কী তোমাকে জানতে হবে?

তুমি কি জানো, কে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? কেনো সৃষ্টি করেছেন? আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? এই সূর্য-সৌরজগত কে সৃষ্টি করেছেন? কে সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্ব? কে এগুলোর স্রষ্টা? কে এগুলোকে পরিচালনা করেন? অনিবার্য নিয়মের অধীনে কে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন ওদের?

আমাদের এই পৃথিবীকে এতো সুন্দর করে কে সাজিয়েছেন? কে এই জল-স্থল নির্মাণ করেছেন? কে সৃষ্টি করেছে পাহাড়-পর্বত? পাখ-পাখালি, জন্তু-জানোয়ার কে সৃষ্টি করেছেন? এই তরুলতা, গাছ গাছালি, সবুজের সমারোহ কে সৃষ্টি করেছেন? বীজ থেকে কে জন্মান গাছ? গাছ থেকে কে ফুটান ফুল? কে জন্মান শস্য, ফল ফলারি? তিনি কে যিনি আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে আলো, বাতাস, অক্সিজেন তৈরি করে রেখেছেন? হাজারো রকম জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন?

কে সেই দয়াময়, যিনি আমাদের কথা বলতে শিখিয়েছেন? জিহ্বা দান করেছেন? চক্ষু দিয়েছেন? দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন? কান

দিয়েছেন? শ্রবণশক্তি দিয়েছেন? মাথা দিয়েছেন? মস্তিষ্ক দিয়েছেন? অন্তর দিয়েছেন? অনুভূতি দিয়েছেন? প্রতিভা দিয়েছেন? চিন্তাশক্তি দিয়েছেন? বুদ্ধি দিয়েছেন? বিবেক দিয়েছেন? কে তিনি এতো করুণাময়?

তিনি কে, যিনি আমাদের কাজ করার জন্যে দিন আর বিশ্রাম নেয়ার জন্যে রাত সৃষ্টি করেছেন? কে আমাদের খাদ্যের মাঝে প্রোটিন, ভিটামিন আর শর্করা রেখে দিয়েছেন?

ভেবে দেখেছো কি, মায়ের মনে কে দিয়েছেন এতো মায়া-মমতা? তোমার আব্বার অন্তরে কোত্থেকে এলো এতো আদর স্নেহ ? কে আমাদের চোখে ঘুম আনেন? ঘুমিয়ে পড়ার পর কে আমাদের জীবিত করেন? কে আমাদের এতো সুন্দর আকৃতি দিয়ে মানুষ বানিয়েছেন? কে সেই স্রষ্টা? কে সেই মহান, সেই দয়াময়? তোমার কি সম্পর্ক সেই মহান স্রষ্টার সাথে?

এসব প্রশ্নের জবাব তোমাকে জানতে হবে? তুমি নিশ্চয়ই বলবে, এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাই এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব কিছুর পরিচালক ও মালিক। এসব কিছু তাঁরই মুষ্টিবদ্ধে। তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছার অধীন। কোনো কিছুতেই তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তিনিই সব কিছুর এবং আমাদেরও দয়াময় স্রষ্টা। তিনিই আমাদের মালিক, মনিব, শাসক, প্রভু ও প্রতিপালক। আমরা তাঁর দাসনুদাস।

হ্যাঁ, তোমার এই বিশ্বাস যথার্থ। এখন তোমাকে জানতে হবে, তোমার পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? কেন তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে? কেন তোমাকে গাছ গাছালি, মাটি পাথর, পশুপাখি না বানিয়ে একজন সুন্দর বুদ্ধিমান মানুষ বানিয়েছেন? এভাবে তোমাকে সৃষ্টি করবার পেছনে কি তাঁর উদ্দেশ্য?

'তোমরা কি মনে করেছো, তোমাদের আমি এমনি এমনি সৃষ্টি করেছি আর আমার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবেনা?'
(আল কুরআন, সূরা-২৩ আল মু'মিনুন : আয়াত-১১৫)

৩. স্রষ্টার ইচ্ছাকে জানো

তোমাকে জানতে হবে, তোমার মনিব আল্লাহ তা'আলা তোমার কাছে কী চান? তুমি কিভাবে জীবন যাপন করলে তিনি খুশি হবেন? কিভাবে চললে তিনি হবেন অসন্তুষ্ট? তোমার ব্যাপারে কী তাঁর ইচ্ছা আর কী তাঁর অনিচ্ছা? তোমাকে আরো জানতে হবে, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করলে তোমার কী লাভ হবে? আর তাঁর অসন্তুষ্টির পথে চললে কী ক্ষতি হবে তোমার?

তবে শুনো! তোমার আমার মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা অনেক অনেক দয়াময়। তিনি এতো সুন্দর করে শুধু আমাদের সৃষ্টিই করেননি। সেই সাথে আমরা কোন্ পথে চললে তিনি খুশি হবেন আর কোন্ পথে চললে বেজার হবেন, তাও তিনি মেহেরবানি করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি আমাদের স্রষ্টা। আমরা তাঁর সৃষ্টি ও দাস। কেবলমাত্র তিনিই জানেন, কিসে আমাদের কল্যাণ আর কিসে আমাদের অকল্যাণ? তাই তিনি মানুষ সৃষ্টি করবার সাথে সাথে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের পথও জানিয়ে দিয়েছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে নবী রসূল মনোনীত করেছেন। তাঁদের কাছে তিনি নিজের বাণী পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ পথে চললে মানুষের কল্যাণ হবে আর কোন্ পথে চললে হবে অকল্যাণ। কল্যাণের পথে মানুষ কিভাবে জীবন গড়বে? কিভাবে জীবন যাপন করবে? কিভাবে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাবে? কিভাবে পৃথিবীকে পরিচালনা করবে? এসব কিছুই তিনি নবীদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আল্লাহ আর কাউকেও নবী নিযুক্ত করবেননা। তাই তাঁর মাধ্যমে তিনি গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে জীবন যাপনের স্থায়ী নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাতে তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, তাঁর পছন্দের জীবন যাপনের পথ কোন্‌টি?

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সা.-এর মাধ্যমে তিনি মানুষের জন্যে তাঁর মনোনীত জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যে বাণী পাঠিয়েছেন, তার নাম আল কুরআন। এ মহাগ্রন্থ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তুমি তো নিশ্চয়ই আল কুরআন পড়তে পারো, তাই নয় কি? তুমি কি আল কুরআন বুঝবার চেষ্টা করছো?

'আমি মানুষকে জীবন যাপনের পথ বলে দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞতার পথে চলবে, নয়তো অকৃতজ্ঞতার পথে।'
(আল কুরআন, সূরা-৭৬ আল দাহার : আয়াত-৩)

'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি আলো আর সঠিক পথ প্রকাশকারী একটি সুস্পষ্ট কিতাব।'
(আল কুরআন, সূরা-৫ আল মায়িদা : আয়াত-১৫)

৪. সাফল্যের পথে এসো

হ্যাঁ, তাই আল কুরআন হলো মানুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে মনোনীত জীবন-বিধান। জীবন গড়ার এবং জীবনকে সফল করার চাবিকাঠি। আমাদের দয়াময় স্রষ্টা আমাদের জীবন গড়ার এবং জীবন যাপনের জন্যে শুধু বিধানই দেননি, সেই সাথে তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন :

সব মানুষকেই একদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। সবাইকে মরতে হবে। একদিন এ পৃথিবীটাকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে। তারপর সবাইকে আবার জীবিত করা হবে। এই পৃথিবীকে অনেক অনেক বড় আকারে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। সেখানেই সবাইকে একত্র করা হবে। সেখানে মানুষের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত কাজের বিচার করা হবে। প্রত্যেকের প্রতি সুবিচার করা হবে।

বিচারে যারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপন করেছে বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে চির সুখের জান্নাতে থাকতে দেয়া হবে। সেখানে আর কারো মৃত্যু হবেনা। সেখানে তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কেবল সুখ আর সুখ! আনন্দ আর আনন্দ!

অন্যদিকে যারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে। যাদের ব্যাপারে প্রমাণিত হবে যে, তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে, তাঁর অসন্তুষ্টির পথে চলেছে, তাদেরকে চিরদিন জাহান্নামে ফেলে রাখা হবে। জাহান্নাম হলো তপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা। সেখানে তারা জ্বলবে, পুড়বে, চরম শাস্তি ও কষ্ট ভোগ করবে, কিন্তু মরবেনা। তারা মৃত্যুকে ডাকবে, কিন্তু মৃত্যু আর তাদের কাছে আসবেনা। সেখানে তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবেনা। চরম দুঃখের মাঝে পড়ে থাকবে তারা চিরদিন।

মহান আল্লাহ কতো করুণাময়! তিনি বলে দিয়েছেন, মানুষ যদি আমার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আমার হুকুম মতো পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র চালায়, তাহলে মানুষের জন্যে উপর থেকে প্রাচুর্য নেমে আসবে। আর যমীনের ভিতর থেকেও বেরিয়ে আসবে প্রাচুর্য। মানুষ এই পৃথিবীর জীবনেও থাকবে সুখে আর শান্তিতে। আর মরণের পর সেই পরকালের জীবনেও থাকবে পরম সুখ আর অনন্ত আনন্দে।

'যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে, সেদিন মানুষ পৃথিবীর জীবনে যা যা করেছিল সব স্মরণ করবে। সেদিন সকলের চোখের সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে। যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে বিদ্রোহ করেছিল আর পৃথিবীর জীবনকে বেশি ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল, সেদিন তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যে নিজের প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিল আর নিজকে মন্দ কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।'
(আল কুরআন, সূরা-৭৯ আন্ নাযিয়াত : আয়াত- ৩৪-৪১)

৫. স্রষ্টার ইচ্ছের মতো গড়ে উঠো

তাই, তোমাকে জানতে হবে আল্লাহর বিধান। জানতে হবে তাঁর সন্তুষ্টির আর অসন্তুষ্টির পথ। তাঁর খুশি আর বেজারের পথ। তোমাকে জানতে হবে আল্লাহর শাস্তি আর পুরস্কারের পথ। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে বানাতে হবে তোমার জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁর

দেয়া দীন ও জীবন ব্যবস্থাকে বানাতে হবে তোমার জীবন যাপনের রাজপথ।

দয়াময় রহমান আল্লাহর ইচ্ছেমতো জীবন গড়ো। তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবনকে এগিয়ে নাও। তাঁর সন্তুষ্টির পথে তুমি বড়ো হও, অনেক বড়ো। যেমন হয়েছিলেন খাদীজা, আবু বকর, উমর, উসমান, আয়েশা, ফাতিমা, আলী, আবদুর রহমান, তালহা, যুবায়ের, যয়নব, উম্মে সালামা, উম্মে সুলাইম, উম্মে হাবীবা, সুমাইয়া, যায়েদ, সালমান, জাবির, সা'আদ, আনাস, আবু উবায়দা, সায়ীদ, আবদুল্লাহ এবং আরো অনেকে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। মনে রেখো, মহান আল্লাহ আমাদের মনিব। আমরা তাঁর দাস। তাই আমাদের কাজ হলো, মনিবের হুকুম মেনে চলা। তাঁরই ইচ্ছেমতো চলা। কেবল তাঁকেই খুশি করা এবং কোনো অবস্থাতেই তাঁকে অসন্তুষ্ট না করা।

'তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে এসো।' (আল কুরআন, সূরা-৫৭ আল হাদীদ : আয়াত-২১)

৬. স্রষ্টার আদেশ নিষেধ জানো

মনে রেখো, আল্লাহর হুকুম দুই প্রকার। আদেশমূলক এবং নিষেধমূলক। নিজের কল্যাণের জন্যে মানুষের যেসব কাজ করা উচিত, আল্লাহ মানুষকে সেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। তাঁকে এক মানো! আল্লাহর দাসত্ব করো। তাঁর হুকুম পালন করো। রসূলের আনুগত্য করো। পরকালের প্রতি ঈমান আনো। সালাত কায়েম করো। যাকাত পরিশোধ করো। রমযান মাসে রোযা রাখো। সত্য কথা বলো। পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো। মানুষের উপকার করো। দান করো। জিহাদ করো। আল্লাহকে ভয় করো। বিনয়ী হও। সঠিক পথে চলো। সত্যপন্থী হও। ন্যায় কথা বলো। সুবিচার করো। প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দাও। মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে ডাকো। জ্ঞানার্জন করো। পড়ো। ওজন ঠিকমতো

করো। এতীম অসহায়ের প্রতি দয়া করো। নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। তাঁকে ডাকো। সত্যপন্থীদের সাথী হও। আল্লাহর পথে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করো। তোমার পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখো। আবিলতা দূর করো। মুমিনরা ভাই ভাই হয়ে যাও। সালাম দাও। ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবেলা করো। ন্যায়ের আদেশ দাও। অন্যায় থেকে বিরত রাখো। লজ্জাস্থানকে হিফাযত করো। আমানত রক্ষা করো। সিজদা করো, রুকু করো। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। তওবা করো। আল্লাহকে স্মরণ করো। কুরআন পড়ো। সৌন্দর্য ধারণ করো। নবীর অনুগামী হও। নবীর দেখানো পথে চলো। নবী যা করতে বলেন, তা করো, যা করতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। কৃতজ্ঞ হও। আল্লাহর উপর ভরসা করো। আত্মশুদ্ধি করো। এরকম আরো অনেক কাজ আল্লাহ্ মানুষকে করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আর মানুষের জন্যে যেসব কাজ অকল্যাণকর, সেগুলো করতে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করোনা। আল্লাহর প্রতিপক্ষ মেনোনা কাউকেও। আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়োনা। মিথ্যা কথা বলোনা। বাবা মাকে কষ্ট দিওনা। কারো প্রতি অবিচার করোনা। যুলুম করোনা। সীমালংঘন করোনা। বাড়াবাড়ি করোনা। অহংকার করোনা। প্রতিশ্রুতি ভংগ করোনা। পরনিন্দা করোনা। কাউকেও তিরস্কার করোনা। যিনা ব্যাভিচার করোনা। অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকো। সুদ দিওনা। সুদ নিওনা। খিয়ানত করোনা। সন্দেহ করোনা। সম্পদ পুঞ্জীভূত করোনা। মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা। অনর্থক কথা বলোনা। মানুষ হত্যা করোনা। ঝগড়া বিবাদ করোনা। মাপে কম দিওনা। কাউকেও ঠকাবেনা। অসহায়দের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিওনা। ভিক্ষুককে ধমক দিওনা। কৃপণতা করোনা। অপচয় করোনা। কাউকে অপবাদ দিয়োনা। দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করোনা। মানুষের প্রতি তোমার দায়িত্ব ভুলে থেকোনা। তাগুতকে পরিহার করো। ভ্রান্ত পথে চলোনা ইত্যাদি।

মনে রেখো, আল্লাহর আদেশ নিষেধই তাঁর বিধান। তাঁর বিধান মতো চললেই তিনি খুশি হন। তিনি যার প্রতি খুশি ও সন্তুষ্ট হন, অনন্তকাল সে সুখে থাকবে। সে জান্নাতে থাকবে। আল্লাহর বিধান সমষ্টির নাম 'আল্লাহর দীন'। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের নাম দিয়েছেন 'ইসলাম'। সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহর দীন। ইসলাম মানে- আল্লাহর হুকুম পালন করা। যারা আল্লাহর দীন বা ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আল্লাহ তাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম'। মুসলিম মানে আল্লাহর অনুগত বা আল্লাহর হুকুম পালনকারী। তাই এসো আমরা ইসলামের পথে চলি, আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত হই। আমরা 'মুসলিম' হই।

'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।'
(আল কুরআন, সূরা-২ আল বাকারা : আয়াত-২০৮)

৭. নিজেকে জানো

এতোক্ষণ অনেক কথা হলো। এসব কথা থেকে তুমি নিজের সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছুটা জানতে পেরেছো। নিজের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কেও কিছুটা জানতে পেরেছো। তবে তোমার নিজের পরিচয়টা মনের মধ্যে আরেকটু তাজা করে নাও। এবার এসো, নিজের পরিচয়টা আরেকটু প্রশস্ত করে নাও। জেনে নাও তোমার আরেকটু ব্যাপক পরিচয়। 'তুমি কে?' একটু চিন্তা করলেই তুমি এই প্রশ্নের জবাব বলে দিতে পারবে। চিন্তাভাবনা করলে তুমি নিশ্চয়ই জবাব দেবে :

১. আমি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক মহান আল্লাহর দাস।
২. আমি বিশ্বজগতের শাসক মহান আল্লাহর খলিফা।
৩. আমি মুসলিম, শ্রেষ্ঠ উম্মত।
৪. আমি আল্লাহর তৈরি এই সুন্দর পৃথিবীর অধিবাসী।
৫. আমি বাংলাদেশের নাগরিক।

হ্যাঁ, এটি সঠিক জবাব। এই পাঁচটি পরিচয়ই তুমি বহন করছো। তুমি নিজের সঠিক পরিচয় জানতে পেরেছো। যে নিজের সঠিক পরিচয় জানেনা, সে নিজের দায়িত্ব কর্তব্যও স্থির করতে পারেনা। তুমি নিজের সঠিক পরিচয় জেনে নিয়েছো, তাই তোমার জন্যে নিজের কর্তব্য জেনে নেয়া সহজ। এখন সহজেই তুমি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে নিতে পারো। তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির হবে তোমার ঐ পরিচয়গুলোকে কেন্দ্র করেই। মানে-

১. মহান আল্লাহর দাস হিসেবে তোমার কর্তব্য কি? তা তোমাকে জানতে হবে।

২. আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তোমার কর্তব্য তোমাকে জানতে হবে।

৩. মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে তোমার উপর কি কি কর্তব্য বর্তায়, তা তোমাকে জানতে হবে।

৪. পৃথিবীর একজন অধিবাসী হিসেবে তোমার কর্তব্য তোমাকে জানতে হবে।

৫. বাংলাদেশ তোমার জন্মভূমি। তুমি বাংলাদেশের নাগরিক। একজন নাগরিক হিসেবে জন্মভূমির প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমাকে জানতে হবে।

এগুলো তোমার মৌলিক পরিচয়। এসব পরিচয়ের ভিত্তিতে তোমার উপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়, সেগুলো তোমার মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর বাইরেও তোমার আরো অনেক পরিচয় আছে এবং সেগুলো কেন্দ্রিক দায়িত্ব কর্তব্যও আছে। যেমন, তুমি তোমার পিতামাতার সন্তান। সন্তান হিসেবে পিতামাতার প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। তুমি যদি ছেলে হয়ে থাকো, তবে তুমি তোমার ভাইবোনদের ভাই। তুমি যদি মেয়ে হয়ে থাকো, তবে তুমি তোমার ভাই বোনদের বোন। সুতরাং ভাই কিংবা বোন হিসেবে তোমার দায়িত্ব কর্তব্য আছে। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য সদস্যা এবং

আত্মীয় স্বজনের প্রতি তোমার দায়িত্ব কর্তব্য আছে। ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে বেশ কিছু দায়িত্ব কর্তব্য তোমার আছে। তুমি যে সমাজে বাস করো সে সমাজের তুমি একজন সদস্য বা সদস্যা। সুতরাং সমাজের সদস্য বা সদস্যা হিসাবে সমাজের প্রতি তোমার দায়িত্ব কর্তব্য আছে।

এভাবে তোমার একটা ব্যাপক ও প্রশস্ত পরিচয় আছে। আর প্রতিটি পরিচয় কেন্দ্রিক তোমার রয়েছে অনেক কর্তব্য। আবার প্রতিটি পরিচয়ের ভিত্তিতে তোমার অনেক অধিকারও আছে। কোন্ পরিচয়ের ভিত্তিতে তোমার কর্তব্য কি? অধিকার কি? সেটা তোমার জানতে হবে। কিভাবে জানবে?

১. চিন্তা করলে নিজেই অনেক কিছু জানতে পারবে। তারপর,
২. আব্বু আম্মুকে জিজ্ঞাসা করে জানো।
৩. শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করে জানো।
৪. জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞাসা করে জানো।
৫. কুরআন পড়ে জানো।
৬. হাদীস পড়ে জানো।
৭. নির্ভরযোগ্য বইপুস্তক পড়ে জানো।
৮. আদর্শ মনিষীদের জীবন থেকে শিখো।
৯. অভিজ্ঞতা থেকে শিখো।

হ্যাঁ, এভাবে তুমি তোমার যথার্থ পরিচয় জানো। পরিচয়ের আলোকে তোমার অধিকার ও কর্তব্য কি, তা জেনে নাও। কিভাবে জানবে তার কয়েকটি উপায়ও বলে দিলাম। মনে রেখো, অন্যদের প্রতি তোমার যা যা কর্তব্য, সেগুলো তোমার উপর তাদের অধিকার। একই অধিকার তাদের উপরও তোমার রয়েছে। তোমার অধিকার প্রদান করা তাদের কর্তব্য। তবে অন্যরা তাদের কর্তব্য পালন না করলেও তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। এখানে আমরা তোমার কয়েকটি কর্তব্যের কথা জানিয়ে দিচ্ছি খুব সংক্ষেপে। সেগুলো হলো :

১. তোমার সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে তোমার জন্যে আল্লাহর যা যা করণীয় তিনি তা সবই করেছেন। তাই মহান আল্লাহর দাস হিসেবে তোমার কর্তব্য কেবল তাঁরই দাসত্ব করা, কেবল তাঁরই হুকুম পালন করা, কেবল তাঁরই আইন ও বিধান মেনে চলা, কেবল তাঁরই আনুগত্য করা। কেবল তাঁর নবীর দেখানো পথেই চলা। তোমার কর্তব্য, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব না করা। তাঁর আইনের বিপরীত কারো আইন ও হুকুম পালন না করা। তোমার কর্তব্য, তিনি যা যা করতে বলেছেন বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলো করা। তিনি যা যা করতে নিষেধ করেছেন বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলো থেকে বিরত থাকা। এরই মানে দাসত্ব এবং এভাবে চলাই দাসের কর্তব্য। জীবন যাপনের এই পদ্ধতির নামই হলো 'ইসলাম'।

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের এবং তোমার পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন।'
(আল কুরআন, সূরা-২ আল বাকারা : আয়াত-২১)

২. তুমি আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে তাঁর দাসত্ব করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তুমি মানুষকে তাঁর দাসত্ব করার আহ্বান জানাও। মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন করতে বলো। তাঁর আইন ও বিধান মেনে নিতে বলো। মানুষকে তাঁর দিকে ডাকো। তিনি যা যা করতে বলেছেন, মানুষকে সেগুলো করতে বলো। তিনি যা যা করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে দূরে থাকতে বলো। মানুষ যেনো জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর হুকুমই পালন করতে পারে, সেজন্যে সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করো। এজন্যে আন্দোলন করো, সংগ্রাম করো, জিহাদ করো। আল্লাহর খলিফা হিসেবে এগুলো তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মনে রেখো, আল্লাহর দাস এবং তাঁর প্রতিনিধি হবার চাইতে আর কোনো বড়ো মর্যাদা নেই। নিজের এই মর্যাদা ও কর্তব্যের কথা ভুলে থেকোনা।

'সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন : আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই।' (আল কুরআন, সূরা-২ আল বাকারা : আয়াত-৩০)

৩. তুমি মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য। সারা পৃথিবীর সব দেশেই মুসলমানরা বসবাস করে। পৃথিবীর যে দেশেই কোনো মুসলমান বাস করুকনা কেন, সে তোমার ভাই। মুমিনরা একে অপরের ভাই। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। উম্মাহ মানে আদর্শবাদী দল। আমাদের আদর্শ হলো ইসলাম। সুতরাং আমরা ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী একটি বিশ্বদল। মহান আল্লাহ ইসলামী উম্মাহকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তোমার আদর্শ নয়। তোমার আদর্শ মুসলমানদের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। তাই তুমি ইসলামের পতাকাবাহী হও। বিশ্বময় ইসলামকে ছড়িয়ে দাও। বিশ্বময় তোমার দীনি ভাইদের সাথে একাত্ব অনুভব করো। বিশ্বমানবতার কল্যাণে তুমি এগিয়ে এসো। সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার প্রসার ও হিফাযত করা হলো তোমার কর্মসূচি।

'এভাবে আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী দল বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানুষের সামনে সত্যের (ইসলামের) সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারো।' (আল কুরআন, সূরা-২ আল বাকারা : আয়াত-১৪৩)

৪. তুমি এই সুন্দর পৃথিবীর একজন অধিবাসী। মহান আল্লাহ এই পৃথিবীকে সুন্দর ও চমৎকার প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। মানুষ নিজেদের মনগড়া আইনে পৃথিবীকে পরিচালনা করতে গিয়ে বিপর্যয় টেনে আনছে। মানুষ একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার হঠকারী উম্মাদনা নিয়ে পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। তোমার কর্তব্য সুন্দর পৃথিবী গড়ার শপথ নেয়া। আল্লাহর পৃথিবীকে আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক গড়া এবং পরিচালনা করা তোমার কর্তব্য। তুমি একাজে এগিয়ে এসো।

'আকাশ পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী কোনো কিছুকে আমি খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।'

(আল কুরআন, সূরা-২১ আল আম্বিয়া : আয়াত-১৬)

৫. বাংলাদেশ তোমার জন্মভূমি। তুমি নিজে ইচ্ছা করে এদেশে জন্ম নাওনি। আল্লাহ তা'আলাই এদেশকে তোমার জন্মস্থান বানিয়েছেন। সুতরাং এদেশের প্রতি রয়েছে তোমার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তোমার কর্তব্য হলো :

ক. এ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কাজ করা।

খ. এ দেশকে সুন্দর করে গড়ার চেষ্টা করা। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া। দেশের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে উঠাতে চেষ্টা করা।

গ. এ দেশ থেকে সমস্ত অন্যায়-অনাচার ও দুর্নীতি দূর করা।

ঘ. দেশের মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে কাজ করা।

ঙ. এ দেশকে মহান আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী গড়া ও পরিচালনার চেষ্টা করা। সৎ, যোগ্য ও আল্লাহ ভীরু লোকদের হাতে দেশটি পরিচালনা করার দায়িত্ব দেয়া।

ব্যাস্, তুমি তোমার পরিচয় জানতে পারলে এবং তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটা মৌলিক ধারণা লাভ করলে। এখন বলো দেখি, তোমার এই কর্তব্য কাজগুলো তুমি ঠিক ঠিকমতো করবে তো?

'তোমরা সর্বোত্তম মানবদল। মানুষকে সুপথ দেখানো এবং তাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে ভালো কাজ করতে নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী থাকো।'

(আল কুরআন, সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত-১১০)

৮. নিজেকে গড়ো

লোহা দেখেছো? লোহা একটি খনিজ পদার্থ। লোহা দিয়ে কি কি হয়? ওরে বাবা! লোহা দিয়ে কী না হয়? দা হয়, বটী হয়, খন্তা হয়, কুড়াল হয়, কোদাল হয়, ছুরি হয়, তলোয়ার হয়, বন্দুক হয়, মেশিনগান হয়, ট্যাংক হয়, কামান হয়, ইঞ্জিন হয়, গাড়ি হয়, বাড়ি হয়, আরো হয় হাজারো রকম জিনিস! কিন্তু বলতো এগুলো কিভাবে হয়?

তুমি নিশ্চয়ই বলবে, লোহাকে পুড়িয়ে গলিয়ে বা নরম করে এসব জিনিস তৈরি করা হয়। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আসলে লোহা একটি প্রাকৃতিক পদার্থ। তুমি লোহা দিয়ে যা কিছু তৈরি করতে চাও, পরিমাণ মতো তাপ দিয়ে পুড়িয়ে তাই করতে পারো। তবে তোমাকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুমি কি জিনিস গড়তে চাও? তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপদগ্ধ করে পিটিয়ে কিংবা ছাঁচে ফেলে তোমাকে সেই জিনিস তৈরি করতে হবে।

মানুষের অবস্থাও তাই। তোমাকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তুমি নিজেকে কি বানাতে চাও? কী হিসেবে গড়তে চাও নিজেকে? তারপর নিজেকে সেই ছাঁচে ঢেলে, তার অনুকূল নিয়ম কানুনের অধীনে ফেলে এবং নিজের মধ্যে সেইসব গুণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিজেকে কাংখিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

তুমি নিজেকে কি হিসেবে গড়তে চাও? হ্যাঁ, তোমার নিজেকে গড়তে হবে তিনটি অনিবার্য বিভাগে। সেগুলো হলো :

ক. আদর্শ মুসলিম হিসেবে : যেহেতু তুমি আল্লাহর দাস, আল্লাহর খলিফা এবং মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য, তাই তোমার নিজেকে গড়তে হবে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে।

খ. আদর্শ নাগরিক হিসেবে : যেহেতু তুমি বাংলাদেশের নাগরিক। আর যেহেতু নাগরিকরা আদর্শ হলেই দেশে সুখ, শান্তি ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সে জন্যে তোমার নিজেকে জ্ঞানে, গুণে, দক্ষতায় একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

গ. পেশাগত দক্ষ হিসেবে : পৃথিবীকে গড়তে হলে এবং নিজের দেশ ও জাতিকে গড়তে হলে তোমাকে অবশ্যি পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অদক্ষ অযোগ্য লোকেরা পৃথিবীকে গড়তে পারেনা, নিজের দেশ ও জাতিকে গড়তে পারেনা, এমনকি তারা নিজের কল্যাণও নিজে করতে পারেনা। ছাত্র হিসেবে তুমি ভালো ছাত্র হও, আদর্শ ছাত্র হও। আর এখনই ঠিক করে নাও ছাত্রজীবন শেষ হলে কী পেশা তুমি গ্রহণ করবে? শিক্ষক হবে? ডাক্তার হবে? প্রকৌশলী হবে? বিজ্ঞানী হবে? গবেষক হবে? লেখক হবে? আইনজীবী হবে? কবি সাহিত্যিক হবে? সাংবাদিক হবে? রাজনীতিবিদ হবে? প্রশাসক হবে? কর্মকর্তা হবে? ব্যবসায়ী হবে? শিল্পপতি হবে? আর কি হতে চাও? আছে আরো অনেক পেশা। তুমি নিজের জন্যে বেছে নাও এক বা একাধিক পেশা। যে পেশা খুশি সে পেশা। তারপর সে ময়দানে অর্জন করো যোগ্যতা আর যোগ্যতা, দক্ষতা আর দক্ষতা।

৯. নিজেকে গড়ার হাতিয়ার

উপরে যে তিনটি কথা বলেছি, সে তিনটি বিভাগে তুমি নিজেকে গড়বে। এ গড়ার জন্যে অনেক অনেক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। অনেক কিছু তোমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও নিতে হবে। কিভাবে হবে আদর্শ মুসলিম? এ বিষয়টা তোমাকে জেনে নিতে হবে, শিখে নিতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে। যারা জানেন তাঁদের কাছ থেকে জেনে নাও, শিখে নাও। কুরআন হাদীস পড়ো। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিদের লেখা বই পড়ে জেনে নাও। যারা আদর্শ মুসলিম তাদের জীবন-ধারা দেখো। এভাবেই তুমি জানতে পারবে, কিভাবে হওয়া যায় আদর্শ মুসলিম। ঠিক একইভাবে তুমি আদর্শ নাগরিক হবার বিষয়টিও জেনে নাও। পেশা চয়েজ করে নাও। সে সম্পর্কে জানো, শিখো।

হ্যাঁ, এ বিষয়গুলো তোমাকে জেনে নিতে হবে, শিখে নিতে হবে। এ বইতে সেসব বিষয়ে বেশি আলোচনা করার সুযোগ কই? একই

বইতে অনেক বিষয়ে লিখতে গেলে বই তো অনেক বড়ো হয়ে যায়। আর বড়ো বই পড়তে গেলে যে তোমাদের ভাল্লাগেনা!

তবে শুনো, জ্ঞান তো তুমি অর্জন করবেই! যা যা জানার এবং শিখার সেগুলোও জানবে, শিখবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও নেবে। কিন্তু কেবল জানা আর শিখা দিয়েই নিজেকে গড়া যায়না। কেবল প্রশিক্ষণ নিয়েও নিজেকে গঠন করা যায়না। নিজেকে গড়ার জন্যে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তোমার কাছে প্রচুর পরিমাণ হাতিয়ারও থাকতে হবে। তোমার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব থাকতে হবে।

এই হাতিয়ার বন্ধু সাথি এবং অভিভাবকদের কি তুমি চেনো? আসলে এরা হলো মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী। তুমি তাদের অর্জন করো, আপন করো। তুমি কি তাদের নাম জানো? এসো বলে দিচ্ছি **Come, I tell you their good names. Yes, they are :**

১. উচ্চাশা ২. মহত উদ্দেশ্য ৩. উন্নত বাসনা ৪. দুর্নিবার আকাংখা ৫. অদম্য ইচ্ছা শক্তি **(will Power)** ৬. মরণপণ সংকল্প ৭. মজবুত ঈমান ৮. প্রবল আত্মবিশ্বাস ৯. আল্লাহ্ নির্ভরতা ১০. ত্যাগও কুরবানি ১১. সিরিয়াসনেস ১২. প্রচুর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় ১৩. সীমাহীন সাধনা ১৪. আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে অবিরাম আরাধনা ১৫. অসীম সাহস ১৬. নির্ভীক চিত্ত ১৭. বীরত্ব বাহাদুরি ১৮. বিনয় ১৯. মহত্ব ২০. উদার মন, প্রশস্ত হৃদয় ২১. পবিত্র জীবন ২২. সতর্কতা ২৩. বিচক্ষণতা ২৪. সচেতন বিবেক ২৫. তীক্ষ্ণবুদ্ধি ২৬. দূর দৃষ্টি, অন্তর দৃষ্টি ২৭. সুস্থ সবল দেহ ২৮. আনুগত্য ২৯. শৃংখলাবোধ ৩০. নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ৩১. সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা ৩২. বিশ্বস্ততা ৩৩. বিচার ক্ষমতা ৩৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি ৩৫. উদ্ভাবন ক্ষমতা ৩৬. ন্যায় বিচার ও সুবিচার ৩৭. দয়া, দানশীলতা অনুগ্রহ, ইহসান, সেবা, সহানুভূতি, পরোপকার ৩৮. অমায়িক ব্যবহার ৩৯. সালাম বিনিময় ৪০. মর্যাদা দান ৪১. স্নেহ, মমতা ৪২. ভালোবাসা ৪৩. কল্যাণ কামনা ৪৪. চরিত্র মাধুর্য ৪৫. সুন্দর আচার ব্যবহার ৪৬. সুভাষণ, সুন্দর

করে কথা বলা ৪৭. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ৪৮. উৎসাহ প্রদান ৪৯. দায়িত্ববোধ ৫০. কর্তব্যপরায়ণতা ৫১. পরিশ্রম প্রিয়তা ৫২. প্রতিশ্রুতি পালন, অংগীকার পূরণ, ওয়াদা রক্ষা ৫৩. স্পষ্টবাদীতা ৫৪. অকপট মন ৫৫. আত্মমর্যাদাবোধ ৫৬. অধিকার সচেতনতা ৫৭. অধিকার প্রদান ৫৮. পরিচ্ছন্নতা ৫৯. হিতাকাংখা ৬০. সময়ের সদ্ব্যবহার ৬১. সুযোগের সদ্ব্যবহার ৬২. প্রতিযোগিতা ৬৩. অবিরাম অনুশীলন ৬৪. প্রবল আল্লাহ প্রেম ৬৫. আল্লাহর হুকুম পালন ৬৬. আল্লাহর স্মরণ ৬৭. আল্লাহভীতি ৬৮. পরকালের মুক্তিচেতনা ৬৯. আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের অনির্বাণ আকাংখা ৭০. জ্ঞান লিপ্সা ৭১. অসাধারণ কৃতিত্ব ৭২. পরামর্শ গ্রহণ ৭৩. ধৈর্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ৭৪. সুরুচি ৭৫. সংস্কৃত মন ৭৬. হাসি মুখে বচন।

এ গুণ- বৈশিষ্টগুলো তোমার পরম বন্ধু। তোমার জীবন গড়ার হাতিয়ার। এগুলো অনেক উন্নত অস্ত্র। শ্রেষ্ঠ উপায় উপকরণ। এগুলো তোমার সাথে থাকলে তুমি জীবনের যেকোনো উচ্চ মঞ্জিলে পৌছুতে পারবে। এগুলো সাথে থাকলে তোমার জীবন পথের সব সমস্যা আসান হয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার পথে দূর হয়ে যাবে সব বাধা।

আবার কয়েকজন শত্রুর ব্যাপারে তোমাকে সজাগ থাকতে হবে সবসময়। ওরা বার বার তোমার সাথি হতে চাইবে। ওরা বন্ধু বেশে এসে তোমার ঘোরতর শত্রুর কাজ করবে। তোমার সর্বনাশ করবে ওরা। ওরা খুনী, ডাকাত ও হাইজাকারের মতো তোমার অর্জিত হাতিয়ার ও উপায় উপকরণগুলো লুট করে নিয়ে যাবে। তুমি কি তোমার এই শত্রুদের চিনতে চাও? ভালো করে মনে রেখো, বলে দিচ্ছি ওদের নাম :

১. অহংকার ২. ক্রোধ ৩. লোভ-লালসা ৪. হিংসা-বিদ্বেষ ৫. রুক্ষতা ৬. অধৈর্য ৭. কঠোরতা, নির্দয়তা, বাড়াবাড়ি ৮. মিথ্যা ৯. প্রতিশ্রুতি ভংগ করা ১০. সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা ১১. বিরক্তি ১২. আলস্য, ঢিলেমী, গাফলতি ১৩. বোকামি,

নির্বুদ্ধিতা ১৪. অসতর্কতা ১৫. হতাশা ১৬. ভীরুতা ১৭. পাষণ্ডতা ১৮. নোংরামি, অপরিচ্ছন্নতা, পাপ পংকিলতা ১৯. অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ২০. গোঁয়ার্তুমি, গোঁড়ামি ২১. চরিত্রহীনতা ২২. উশৃংখলতা ২৩. কুভাষা, কটুক্তি ২৪. যুলুম, অবিচার ২৫. অন্যায়, দুষ্কৃতি, দুর্নীতি ২৬. ধোকা, প্রতারণা, ঠকবাজি ২৭. পরনিন্দা, গীবত, অপবাদ ২৮. খিয়ানত ২৯. মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো ৩০. ভারসাম্যহীনতা ৩১. দায়িত্বহীনতা ৩২. ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি ৩৩. তিরস্কার, বিদ্রুপ, লজ্জাদেয়া ৩৪. কুধারণা, সন্দেহ ৩৫. অসভ্যতা ৩৬. অজ্ঞতা ৩৭. আত্মপ্রীতি, আত্মপূজা ৩৮. অসুস্থতা ৩৯. অপব্যয়, অপচয় ৪০. অদূরদর্শিতা ৪১. দুর্বল সংকল্প।

এরা তোমার শত্রু, এদের চিনে রাখো। সারাজীবন এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। এদেরকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দিওনা। এরা ঘাতক, ডাকাত, হাইজাকার, লুটেরা, চোর। তুমি এদের কাউকে হত্যা করো, কাউকে বন্দী করো, কাউকে নির্বাসিত করো, কাউকে দমিয়ে রাখো, কাউকে পরাজিত করে রাখো। বয়কট করো, বর্জন করো। ওদের শত্রু ভাবো এবং ঘৃণা করো।

'আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আবার তাদের নামিয়ে দিই নিচুদের চাইতেও নিচে। তবে তাদের নয়, যারা ঈমান আনে এবং যোগ্যতার সাথে শুদ্ধি ও সংশোধনের কাজ করে।' (আল কুরআন, সূরা-৯৫ আত তীন : আয়াত ৪-৫)

২

বড়ো হও তুমি সুন্দর পৃথিবী গড়বে

১. এসো বড়ো হও

তুমি কি শিশু? তুমি কিশোর? নবীন তুমি? একদিন তুমি বড়ো হবে। বড়ো তোমায় হতেই হবে। কিন্তু কার মতো বড়ো হবে? লম্বা হবে? অনেক লম্বা? বয়সে বড়ো হবে? অনেক বয়সী? হ্যাঁ, লম্বা তো হবেই, বেঁচে থাকলে অনেক লম্বা হবে। দাদুর মতো অনেক বয়স হবে। বুড়ো হয়ে যাবে একদিন। কিন্তু তাতে আর লাভ কি?

আদু ভাইয়ের কথা শুনোনি? আদু ভাইওতো অনেক লম্বা হয়েছিল। অনেক বয়স হয়েছিল তার। তুমিও কি আদু ভাইয়ের মতো বড়ো হতে চাও?

না, সেই বড়ো নয়। তোমাকে বড়ো হতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, শৌর্যবীর্যে, মহত্বে, উদারতায়, আবিষ্কারে, গবেষণায়, সেবায়, সহযোগিতায়, আনুগত্যে, শৃংখলায়, নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে, উচ্চাশায়, উন্নত চরিত্রে, ত্যাগে, তীতিক্ষায়, বিনয়ে, ভালবাসায়, সহজ-সরলতায়, সততায়, সত্যবাদীতায়, দয়ায় দরদে, বিশ্বস্ততায়, ব্যক্তিত্বের বিশালতায়।

হ্যাঁ, এগুলো বড়ত্বের প্রতীক। বয়স তোমাকে যুবক বানাবে, বুড়ো বানাবে। আর এই গুণগুলো তোমায় বানাবে বড়ো, অনেক বড়ো। তাই তুমি বড়ো হও। এইসব গুণাবলীর গৌরব অর্জন করে বড়ো হও তুমি, অনেক বড়ো।

আল্লাহর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়বে কারা? যারা নিজেদের গড়তে জানেনা, যারা সুন্দর গুণাবলীর অলংকারে নিজেদের সজ্জিত করতে পারেনা, কী করে তারা গড়বে সুন্দর পৃথিবী? সুন্দর পৃথিবী গড়তে হলে সবার আগে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে নিজেকে।

'যে নিজেকে গড়লো, সে সফল হলো।' (আল কুরআন, সূরা-৮৭ আল-আ'লা : আয়াত-১৪)

২. ফুল হয়ে ফুটো

একটি সুন্দর বাগান গড়তে প্রয়োজন হয় একজন দক্ষ ও সুন্দর মনের মালির। একটি সুন্দর মজবুত বাড়ি বানাতে প্রয়োজন একজন বিজ্ঞ সুদক্ষ কারিগর। তাহলে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে কেমন লোকের দরকার? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি বলবে, একটি সুন্দর পৃথিবী গড়বার জন্যে এমন একদল নওজোয়ান প্রয়োজন, যারা নিজেদের সর্বগুণে গুণান্বিত করবে। যারা ফুল হয়ে ফুটবে।

তুমি ফুল হয়ে ফুটো! ফুটন্ত ফুল দেখেছো? বাগান ভরা ফুলের হাসি দেখেছো? ফুলেরা কী করে? ফুল মানুষকে আকৃষ্ট করে, সম্মোহিত করে। ফুল চক্ষু শীতল করে। ফুল আনন্দ দেয়, আন্দোলিত করে। ফুল মধু দান করে। ফুল পরিবেশকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে, সুসজ্জিত করে। ফুল মাল্যভূষিত করে। ফুল নিষ্কলংক, অনাবিল, আকর্ষণীয়, সুগন্ধময়।

'তুমিও ফুলের মতো হও। তুমিও ফুল হয়ে ফুটে উঠো। তুমিও ফুলের গুণাবলী অর্জন করো। ফুলের হাসিতে পৃথিবীকে শোভামণ্ডিত করো। প্রিয় নবী সা. বলেছেন : শিশুরা আল্লাহর ফুল।' (তিরমিযি)

৩. জ্ঞানের পিছে ছুটো

বয়স তোমাকে বুড়ো করবে। আর জ্ঞান তোমায় করবে বড়ো। তুমি জ্ঞানের পিছে ছুটো। পা ফেলো জ্ঞানের পথে। জ্ঞান পিপাসায় তৃষার্ত হও। তোমার জ্ঞান পিপাসা যেনো কখনো না মিটে। জ্ঞান মানে- জানা। তুমি জানো, তুমি জেনে চলো, সারাজীবন জানতে থাকো। কী জানবে? স্রষ্টাকে জানো। তাঁর এই সীমাহীন বিস্ময়কর সৃষ্টিকে জানো। তাঁর অসীম ক্ষমতা, মহাজ্ঞান ও সৃষ্টি কৌশল নিয়ে ভাবো। তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য সম্পর্কে জানো। তোমার

নিজেকে জানার চেষ্টা করো। তোমার জীবন, মৃত্যু ও পরজীবন সম্পর্কে চিন্তা করো। পৃথিবীকে জানো, পৃথিবীর মানুষকে জানবার চেষ্টা করো। বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করো। ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করো। নিজ জাতির অতীত গৌরব গাঁথা জানতে চেষ্টা করো। ভাষা শিখো। নিজের মাতৃভাষাকে ভালভাবে আয়ত্ব করো। বিশ্ব ভাষাগুলোকে জানার চেষ্টা করো। কারিগরি জ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য জ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির জ্ঞানসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের যতো শাখা আছে, সব শাখায় বিচরণ করো। বিশ্বের সব জ্ঞান করায়ত্ব করো। জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি এগিয়ে যাও সবার আগে আগে। জ্ঞানের আলোকে নিজেকে আলোকিত করো। তখন তোমার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে পৃথিবী।

'জ্ঞানী আর অজ্ঞরা কি এক হতে পারে?'
(আল কুরআন, সূরা-৩৯ যুমার : আয়াত-৯)

৪. বই পড়ো জীবন গড়ো

হ্যাঁ, তুমি জ্ঞানার্জন করবে, অনেক বড়ো জ্ঞানী হবে। কিন্তু জ্ঞান পাবে কোথায়? জ্ঞান লাভের আছে অনেক উপায়। শুনে জ্ঞান লাভ করা যায়। মূর্ত জগতকে দেখে তা থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়। মূর্ত এবং বিমূর্ত জগত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে জ্ঞান অর্জন করা যায়। অনুভব অনুভূতির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা যায়। আর বই পড়েও জ্ঞান অর্জন করা যায়। বই জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আল্লাহ্ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন : 'পড়ো'।

তাই বই পড়ো। যা কিছুর জ্ঞানার্জন করা দরকার, তার জন্যে বই পড়ো। জ্ঞানার্জনের অন্যান্য উপায়কে অবহেলা করোনা। তবে বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা সহজ। বই জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। আল্লাহর বাণী আল কুরআন পড়ো। নবীর বাণী হাদিস পড়ো। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের বই পড়ো। ক্লাসের বই পড়ো। ক্লাসে ভালো

রিজাল্ট করো। বিজ্ঞানের বই পড়ো। ইতিহাসের বই পড়ো। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বই পড়ো। ইসলামী সাহিত্যকে সাথি বানিয়ে নাও। সুযোগ পেলেই বই পড়ো। বই হাজারো জ্ঞানের মোহনা। বইয়ের মাধ্যমে তুমি পৃথিবীকে জানতে পারবে। বই তোমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেবে। বই আনন্দ দেয়। বই উৎসাহ দেয়। সুন্দর বই সুন্দরের প্রতি প্রেরণা জোগায়। বই অন্ধকার থেকে আলোতে আনে। বই জীবন গড়ার হাতিয়ার। বইকে জীবন সাথি বানিয়ে নাও।

একটি ভালো বই একটি ভালো বন্ধু। আমার বন্ধু আল কুরআন। আমার সমস্ত দুঃখ বেদনায়, চিন্তা ভাবনায়, হতাশায় নিরাশায়, আমার একাকীত্বে এই আল কুরআন আমার শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী, আমার প্রেরণা, আমার পরম বন্ধু। আল কুরআন জীবন গড়ার হাতিয়ার। তোমার বন্ধু কোন বই? এসো বই পড়ি জীবন গড়ি।

'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান, অন্ধকার আর আলো সমান নয়।'
(আল কুরআন, সূরা-৩৫ আল ফাতির : আয়াত : ১৯-১২০)

৫. সত্যের পথে চলো

পৃথিবীতে সত্য আছে, মিথ্যা আছে। ন্যায় আছে, অন্যায় আছে। ভালো আছে, মন্দ আছে। সুন্দর আছে, অসুন্দর আছে। জীবন চলার দুটি পথের একটিকে তোমার বেছে নিতে হবে। কিছু লোক আছে, তারা মিথ্যা বাতিলের পথে চলে। সত্যকে আঁকড়ে ধরেনা। অন্যায়কে পরিত্যাগ করেনা। মন্দপথে চলে। অসুন্দর জীবন যাপন করে।

আরেক দল লোক আছে, ভালো, সুন্দর এবং সত্য ও ন্যায়ই তাদের আদর্শ, তাদের চলার পথ। কোনো কিছুই তাদের সত্যের পথ থেকে টলাতে পারেনা। সত্য ও সততাই তাদের মূলমন্ত্র। তোমার চলার পথ কোনটি?

মহান আল্লাহর নির্দেশাবলীই সত্য। নবীর দেখানো পথই সত্য। আল্লাহ যা কিছু করতে বলেছেন তাই করো। কারণ, আল্লাহ সত্য-

ন্যায়, কল্যাণ ও সুন্দরের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা, তিনি মানুষের কল্যাণ চান। সৃষ্টিকূল আল্লাহর পরিবার। তিনি চান তারা সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক।

প্রিয় নবীর দেখানো পথে চলো। তিনিই সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও সুন্দরের অন্যন্য মাপ কাঠি, অনুপম আদর্শ। তাই এসো, আল্লাহর হুকুম মানি, নবীর আদর্শে জীবন গড়ি। আল্লাহর হুকুম আর নবীর আদর্শ কি, সেকথা কি জানো? হ্যাঁ তাহলো :

জ্ঞানার্জন করো। পবিত্রতা অর্জন করো। পরিচ্ছন্ন থাকো। সত্য কথা বলো। সুন্দর সহজ করে কথা বলো। অংগীকার পূরণ করো। সালাত কায়েম করো। সালাম আদান প্রদান করো। পিতামাতাকে মান্য করো, তাঁদের সেবা যত্ন করো। মানুষের উপকার করো। দুঃখীজনে দয়া করো। সুবিচার করো। বড়দের সম্মান করো। ছোটদের স্নেহ করো। মানুষকে সত্য ন্যায় ও সুন্দরের পথ দেখাও। মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকো। নিজে শুদ্ধ হও সমাজকে শুদ্ধ করো। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দাও। বিনয়ী হও, ভদ্র ব্যবহার করো। উত্তম চরিত্র ধারণ করো। সৎ জীবন যাপন করো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলো। নবীর পদাংক অনুসরণ করো। পরকালের জন্যে কাজ করো। চিরসুখের জান্নাতের পথে এগিয়ে আসো।

এই হলো সত্য পথ, সঠিক পথ। জীবন গড়ার পথ। তাই সত্যপথে এগিয়ে চলো।

'আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করো। তাদের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো।' (আল কুরআন, সূরা-১ আল ফাতিহা : আয়াত-৬)

৬. মিথ্যা সব দু'পায়ে দলো

যারা সুন্দর পৃথিবী গড়তে চায়, তুমি কি তাদের একজন? তাই যদি হও তবে মিথ্যাকে ঘৃণা করো। মিথ্যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। আল্লাহ মিথ্যা ও মিথ্যাবাদীদের পছন্দ করেননা। যা কিছু অসত্য,

অসুন্দর, অকল্যাণকর, অন্যায়, অবিচার তা সবই মিথ্যা, মরিচীকা। মিথ্যার বাহার আছে, বাহাদুরি নেই। মিথ্যার চাকচিক্য আছে, সারমর্ম নেই। মিথ্যার জৌলুস আছে, শুভ ফল নেই।
সমস্ত মিথ্যাবাদী ধ্বংস হয়েছে। সব মিথ্যা পথের পথিকরা নিপাত গেছে, বিনাশ হয়েছে। তাদের ভবিষ্যত নেই। তাদের জন্যে জান্নাত নেই। তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর আগুনের শাস্তি জাহান্নাম। মিথ্যা দিয়ে কখনো নিজেকে এবং পৃথিবীকে গড়া যায় না। তুমি মিথ্যা ত্যাগ করবে তো?

হ্যাঁ, তোমাকে মিথ্যা ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিষেধ করা সব পথই মিথ্যার পথ। তুমি সে পথ থেকে ফিরে আসো। মিথ্যা কথা তুমি বলোনা। পাপের কাজ তুমি করোনা। অসুন্দর কাজ তুমি করোনা। অসুন্দর কথা তুমি বলোনা। নোংরা কথা কাজ ত্যাগ করো। মন্দ ব্যবহার পরিত্যাগ করো। অন্যায় করোনা। অবিচার করোনা। পরনিন্দা করোনা। গালি দিওনা। কারো অধিকারে হাত দিওনা। কারো ক্ষতি করোনা। কাউকেও বঞ্চিত করোনা। কাউকেও ঠকিওনা। প্রতারণা করোনা। বিদ্রুপ করোনা। আল্লাহর কোনো হুকুম অমান্য করোনা। নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়োনা। সমস্ত মিথ্যাকে দুপায়ে দলো। মিথ্যা পথকে লাথি মারো। জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কেবল সত্যের আলো জ্বালো। তোমার জীবনে মিথ্যা নিপাত যাক, সত্য মুক্তি পাক।

'সত্য এসেছে মিথ্যা নিপাত গেছে। মিথ্যাতো বিনাশ হবারই জিনিস।' (আল কুরআন, সূরা-১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮১)

৭. বীর হয়ে লড়ো

তোমার প্রধান দায়িত্ব, নিজেকে গড়া, পৃথিবীকে গড়া। এ কোনো সহজ কাজ নয়। কাপুরুষদের পক্ষে গড়ার কাজ করা সম্ভব নয়। গড়ার কাজ কেবল বীর পুরুষরাই করতে পারে। গড়তে হলে ভাংতে হয়। ভাংতে হলে চাই সাহস। আর গড়তে হলে চাই দুঃসাহস। তোমার কি সে সাহস আছে?

তোমার নিজের মধ্যে যতো মন্দ আছে, যতো খারাপি আছে, পাপ আছে, অন্যায় আছে, অসত্য আছে, অহংকার আছে সেগুলোকে ভেংগে চুরমার করে দিতে হবে। টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে অথৈই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে। একাজ কি তুমি পারবে? এ-তো বীরের কাজ। বীরত্বের কাজ। হ্যাঁ এই বীরত্ব তোমাকে অর্জন করতে হবে। পৃথিবীকেও এগুলো থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই বাহাদুর বীর সেনানী কি তুমি হতে পারবে? হ্যাঁ তোমাকে হতেই হবে বীর সেনানী। যেমন হয়েছিলেন আবু বকর, হামযা, উমর, আলী, সাদ, মুয়ায, তালহা, যুবায়ের, আসিয়া, মরিয়ম, খাদিজা, ফাতিমা, আসমা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এরপর তোমার নিজেকে গড়তে হবে সুন্দর দিয়ে, সত্য দিয়ে। এ পৃথিবীকে আলোকিত করতে হবে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের আলো দিয়ে। একাজ কি তুমি পারবে? এ-তো দুঃসাহসের কাজ। মহাবীরের কাজ। মহাবীরের মতো এ পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি তোমাকে অতিক্রম করতে হবে। সে কি তুমি পারবে?

হ্যাঁ, একাজ তোমাকে পারতেই হবে। জীবনের প্রতিটি ময়দানে এজন্যে তোমাকে লড়ে যেতে হবে। তুমি লড়ে চলো। বীরত্ব অর্জন করো। মন থেকে আল্লাহর ভয় ছাড়া সমস্ত ভয় দূর করে দাও, বীরত্ব তোমার পদ চুম্বন করবে।

তুমি তো বীরদের বংশধর। তুমি বীর জাতির সন্তান। তুমি বীরদের উত্তরাধিকারী। দাউদের মতো বীর হও! হামযা, খালিদ, আবু উবায়দা, সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আলী, ইকরামা, তারিক, মূসা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরাধিকারী কি তুমি নও? শাহজালাল, বাবর, বৈরাম খাঁ, আওরংগজেব, টিপু সুলতান, তিতুমীর, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর কথা কি তুমি ভুলে গেছো? এই মহাবীরদের তুমি উত্তর পুরুষ।

নিজেকে গড়তে, জাতিকে গড়তে আর পৃথিবীকে গড়তে তুমি তোমার এই পূর্ব পুরুষদের মতো বীর হও। তোমার বীরত্বে পৃথিবী জেগে উঠুক। সুন্দর পৃথিবী গড়ে উঠুক।

'যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদেরকে লোকেরা যখন বলে : 'তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট শত্রু বাহিনী সমবেত হয়েছে, ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে ভয়ানক।' -একথা শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং তারা বলে : আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।'
(আল কুরআন, সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৭২-১৭৩)

৮. কর্মীর হাত গড়ো

জ্ঞান হলো তত্ত্ব। আর কর্ম হলো জ্ঞানের বাস্তব রূপ। কিশোর বয়স থেকেই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে শিখো। নিজের হাতকে কর্মীর হাত বানাও। কাজ শিখো। কর্মই মানুষের ধর্ম। অলসকে আল্লাহ পছন্দ করেননা। নিষ্কর্মা লোক পৃথিবীকে গড়তে পারেনা। সে নিজেরও কল্যাণ করতে পারেনা, মানুষেরও কল্যাণ করতে পারেনা। তার জীবন অভিশপ্ত জীবন।

কাজের মাধ্যমে তুমি নিজেকে গড়ে তোলো। তোমার কাজে পৃথিবী গড়ে উঠবে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অনেক কাজ শিখতে পারো। জমি থাকলে কৃষিকাজ করো। প্রতিদিন কিছু কাজ করো। বীজ বুনো। আগাছা সাফ করো। ফসল কাটো। সাইকেল চালানো শিখো। গাড়ি চালাতে শিখো। চিঠি লিখতে শিখো। দরখাস্ত লিখতে শিখো। বাজার করতে শিখো। হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করতে শিখো। টেকনিক্যাল কাজ শিখো। রেডিও, টিভি, ঘড়ি, গাড়ি সারাতে শিখো। কম্পিউটার শিখো, পত্রিকায় লিখতে শিখো। নতুন নতুন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করো। আরো কতো কাজ আছে। যে কাজ তোমার সুবিধে, সে কাজই কিছু কিছু করো। কাজ শিখো। কাজই তোমাকে কর্মী বানাবে। আর কর্মীরাই পৃথিবীকে গড়ে। প্রিয় নবী সা. বলেছেন :

'কর্মদক্ষতার চাইতে বড় কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই।'

৯. ডলফিনের মতো হও

ডলফিনেরা খুব ভালো। মানুষ সমুদ্রে বিপদে পড়লে তারা উদ্ধার করে। পিঠে করে কূলে এনে পৌঁছে দেয়। তুমি ডলফিনের মতো

হও। মানুষকে সাহায্য করো। মানুষের সেবা করো। বিপদ থেকে উদ্ধার করো। মানুষের দুঃখ দূর করো। মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসো। উপকারী হও। হাংগরের মতো হয়োনা। কুমীরের মতো হয়োনা। মানব সেবায় আত্ম-নিয়োগ করো। যে মানুষের সেবা করে সে আল্লাহর অতি প্রিয়। যে মানুষের উপকার করে না, সে পৃথিবীকে গড়তে পারেনা। তুমি মানুষের প্রতি উদার হও। আকাশের মতো উদার হও। ডলফিনের মতো উপকারী হও।

'আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তা দিয়ে পরকালের ঘর তৈরি করো। দুনিয়ার লোকদের প্রতি তোমার দায়িত্বের কথা ভুলে যেয়োনা। মানুষের উপকার করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' (আল কুরআন, সূরা-২৮ আল কাসাস : আয়াত-৭৭)

১০. শরীরটাকে সুস্থ রাখো

তুমি যাই করো, তোমাকে সুস্থ থাকতে হবে। অসুস্থরা কোনো কাজই ঠিক মতো করতে পারেনা। শরীর অসুস্থ থাকলে মনও অসুস্থ থাকে। শারীরিক অসুস্থতা মানসিক অসুস্থতা ডেকে আনে। অসুস্থদের মন মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কোনো কিছু তারা ভালোভাবে ভাবতেও পারেনা, করতেও পারেনা।

নিজেকে গড়তে হলে সুস্থ শরীর, সুস্থ মন দরকার। পৃথিবীকে গড়তে হলেও সুস্থ শরীর সুস্থ মন দরকার। অসুস্থ ছেলে মেয়েরা ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারেনা। ঠিক মতো আল্লাহর ইবাদত করতে পারেনা। ঠিকমতো মানুষের সেবা করতে পারেনা। কোনো বড়ো দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। সব কাজে তারা পিছে থাকে। ফলে সবাই তাদের অবজ্ঞা করে। সহপাঠিরা ধাক্কা মারে। তুমি কেন অসুস্থ থাকবে? তোমার কি ইচ্ছে হয়না সুস্থ থাকতে? হ্যাঁ শুনো, সুস্থ থাকার প্রধান উপায় তিনটি :

১. শরীর চর্চা।

২. রোগ প্রতিরোধ।

৩. রোগের চিকিৎসা।

এই তিনটি কাজ তুমি করতে পারবেনা? এতো সহজ কাজ। শরীর চর্চা মানে নিয়মিত খেলাধুলা করবে, ব্যায়াম করবে এবং সাধ্য অনুযায়ী সব ধরনের কাজ কর্ম করবে।

রোগ প্রতিরোধ কিভাবে করতে হয় তাতো তোমার জানারই কথা। নিয়মিত গোসল করবে। শরীর পরিচ্ছন্ন রাখবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরবে। কাপড় চোপড় ময়লা হলেই ধুইয়ে নেবে। ঘরদোর পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেবেনা। কোনো প্রকার বাসি পঁচা খাবার খেয়োনা। খাবার আগে তাই ধুইয়ে নেবে। ফল খাবার আগে ধুইয়ে নেবে। পেশাব পায়খানায় গেলে পরিষ্কার করে শৌচ কর্ম করবে। পরে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুইয়ে নেবে। তুমি গ্রামের ছেলে হলে বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরি করে নেবে। এভাবে নিয়মনীতি মেনে চললে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখলে, নোংরা পঁচা আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকলে আর সৌন্দর্য প্রিয় হলে অনেক রোগ থেকে এমনিতেই মুক্ত থাকবে। অধিকাংশ রোগের এটাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

এরপরও অসুখ বিসুখ যদি হয়েই যায়, তা লুকিয়ে রাখবেনা, গোপন রাখবেনা, লালন করবেনা। সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। ডাক্তার ঔষধ দিলে তা ঠিকমতো খাবে কিন্তু!

ব্যাস, কিভাবে সুস্থ থাকা যায় তা বলে দিলাম। এখন সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেতো? তুমি কি বড়ো হতে চাওনা? বড়ো হতে হলে তোমাকে সুস্থ থাকতেই হবে। অসুস্থদের কেউ পছন্দ করেনা। অসুস্থরা কোনো মহত কাজের উপযুক্ত হয়না। প্রিয় নবী বলেছেন :

তোমার উপর তোমার শরীরেরও অধিকার আছে। (সহীহ বুখারি)

১১. মৌমাছির কাছে শিখো

মৌমাছি দেখেছো, মধুমাছি? ওরা কি করে জানো? ওরা সব সময় সংঘবদ্ধ থাকে। নেতার আনুগত্য করে। ওরা ফুলে বসে। ওরা ফল

জন্মাতে সাহায্য করে। ওরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। ওরা মৌচাক তৈরি করে। ওরা মধু সংগ্রহ করে দিয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ করে। তাদের আহরিত মধুতে মানুষের জন্যে রয়েছে নিরাময়, রয়েছে অমূল্য সেবা। ওরা পরস্পর সহানুভূতিশীল, শত্রুর প্রতি কঠোর। ওরা "নিজেরা ভাই ভাই শত্রুকে ধরে হুল ফুটাই।" তুমি ওদের মতো হও। ওদের কাছে শিখো। পৃথিবীকে কিভাবে গড়বে ওদের কাছ থেকে জেনে নাও। ওদের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পাই? ওদের কাছে আমরা শিখতে পাই :

১. দলবদ্ধ থাকতে হবে।

২. নেতার আনুগত্য করতে হবে।

৩. শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।

৪. পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে।

৫. ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে।

৬. ওরা ফুল চর্চা করে, আমাদের মানুষের ভালো গুণ চর্চা করতে হবে। ভালো গুণের ফুল ফুটাতে হবে।

৭. ওরা ফল জন্মাতে সাহায্য করে। আমরা সমাজে ভালো মানুষ তৈরি করতে চেষ্টা করবো।

৮. ওরা মধু সংগ্রহ করে মানুষের উপকার করে। আমরা উত্তম আদর্শ, সুন্দরনীতি প্রচার করে মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবো।

৯. ওরা মধু দিয়ে মৌচাক তৈরি করে। আমরাও আল্লাহর দেয়া আদর্শ ও সুনীতি দিয়ে সুন্দর পৃথিবী গড়বো।

১০. ওদের মৌচাক থেকে মানুষ কল্যাণ লাভ করে। আমরাও এমন সমাজ গড়বো, যা থেকে মানুষ কল্যাণ লাভ করবে।

১১. ওরা নোংরা মাছির মতো পঁচা লাশ কিংবা আবর্জনায় বসে সেখান থেকে রোগ জীবাণু বয়ে এনে মানুষের মাঝে ছড়ায়না। আমরাও পাপাচার, অশ্লীলতা, নোংরা কাজ ও অপসংস্কৃতির সাথে জড়াবনা। চরিত্র বিধ্বংসী ও সমাজ বিনাশী জিনিস মানুষের মাঝে ছড়াবনা। তাই এসো, মধুমাছির কাছ থেকে আমরা সুন্দর পৃথিবী গড়বার শিক্ষা গ্রহণ করি :

'তোমার প্রভু মধুমাছির কাছে অহী করেছেন : তোমরা পাহাড়ে, পর্বতে, গাছ গাছালিতে আর উপরে উঠা জিনিসে নিজেদের ছাতা (মৌচাক) নির্মাণ করো। আর সবরকম ফল ফলাদির রস চুষে নাও এবং তোমাদের প্রভুর নির্দেশিত পথে চলো। ওদের ভিতর থেকে রং বেরং-এর শরবত বের হয়। তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে নিরাময়।' (আল কুরআন, সূরা-১৬ আন নহল, আয়াত : ৬৮-৬৯)

১২. তুমি হও সকাল বেলার পাখি

সুন্দর পৃথিবী গড়ার কথা আমরা সবাই ভাবি। আমরা সবাই একটি সুন্দর পৃথিবী চাই। একটি শান্তির পৃথিবী চাই, যেখানে মানুষ হবে ভাই ভাই। যেখানে মানুষ মানুষের দাস হবেনা। সব মানুষ হবে কেবল এক আল্লাহর দাস।

কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবী গড়ার কাজটা শুরু করবে কে? কে বাঁধবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা? ঘুমের ঘোরে অচেতন সমাজকে জাগাবে কে? কে হবে সকাল বেলার পাখি?

তুমি কি শির উঠিয়ে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা দিতে পারোনা, আমিই হবো সকাল বেলার পাখি? হ্যাঁ তোমাকেই সকাল বেলার পাখি হতে হবে। তুমি এসো, এগিয়ে এসো-

নিজেকে গড়বার দৃপ্ত শপথ নাও।
তুমি ভীরু নও তুমি কাপুরুষ নও।
হে নবীন! তুমি বীর হও বিজ্ঞানী হও,
সব সুন্দর কাজে সবাইকে ছাড়িয়ে যাও।
সুন্দর পৃথিবী গড়বার শপথ নাও!
সব অচেতনদের তুমি জাগিয়ে দাও!
সবার আগে তুমি জেগে উঠো!
তুমি কাণ্ডারি হও, তুমি ঘোষণা দাও:
আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে সবার তরে উঠবো আমি জাগি।

৩

এসো আদর্শ ছাত্র হও

১. আদর্শ ছাত্র কে?

পড়ালেখায় ভালো হলে আর রেজাল্ট ভালো করলে তাকে ভালো ছাত্র বলা হয়। তবে শুধু এতোটুকু দিয়েই কেউ আদর্শ ছাত্র হতে পারেনা। তোমাকে ভালো ছাত্র তো হতেই হবে। সেই সাথে আদর্শ ছাত্র হবার জন্যে তোমার মধ্যে থাকতে হবে আরো কতগুলো গুণবৈশিষ্ট। সেগুলো কি কি? সেগুলো হলো :

ক. মানসিক উৎকর্ষতা : তোমার মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভংগিকে করতে হবে উন্নত, উদার ও বিকশিত।

খ. চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব : তোমাকে নীতিবান হতে হবে। চরিত্রবান হতে হবে। তোমার চরিত্র হবে ফুলের মতো সুন্দর সুরভিত। সবসময় তুমি থাকবে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, সুন্দরের পক্ষে। তোমার এই সত্য, ন্যায় ও সুন্দর নীতি থেকে কেউ তোমাকে টলাতে পারবেনা। পাহাড় টলবে, তুমি টলবেনা। তুমি হবে পবিত্র জীবনের অধিকারী।

গ. আত্মিক উৎকর্ষতা : তোমাকে জানতে হবে তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পরিচয়। জানতে হবে তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্ক। সুন্দরভাবে নিয়মিতভাবে পালন করতে হবে তাঁর সমস্ত হুকুম। তাঁকে ভয় করতে হবে। তাঁকে ভালোবাসতে হবে। তাঁর নৈকট্য লাভ করতে হবে। এভাবে ঈমান ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে তোমার নিজের আত্মাকেও।

ঘ. শারীরিক যোগ্যতা ঃ শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। শরীরের সর্বাংগীন বিকাশের প্রতি তোমাকে সচেতন থাকতে হবে। এ

জন্যে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

যে ছাত্র একই সাথে নিজের মধ্যে এই সবগুলো গুণ বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করবার জন্যে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, সেই আদর্শ ছাত্র। এভাবে সে ভালো ছাত্রতো হবেই, সেইসাথে হবে আদর্শ ছাত্রও। কিন্তু এই গুণবৈশিষ্টগুলো বিকশিত করবার জন্যে তাকে কতগুলো কাজ করতে হবে। তা না হলে সে এগুলো অর্জন করতে পারবেনা। কী সেই কাজগুলো?

২. জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করো

একজন আদর্শ ছাত্রের পয়লা কাজ হলো, সে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে নেবে। নিজের সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই একজন আদর্শ ছাত্রের জীবনের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি সে জীবনের এই লক্ষ্য ঠিক করতে ব্যর্থ হয়, তবে আসলেই তার জীবনটা হবে ব্যর্থ। কারণ, বিচার দিনে যখন সে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াবে, তখনকার ফয়সালায় তার জীবনে নেমে আসবে ধ্বংস। তখন অনন্ত জীবনের জন্যে চরম শাস্তিতে নিমজ্জিত হতে হবে তাকে।

তাই একজন আদর্শ ছাত্রের উচিত, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা। অতপর সে তার মানসিক উৎকর্ষ সাধন, চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, আত্মিক উন্নতি সাধন এবং শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এসব যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সে পরবর্তীতে সামাজিক মর্যাদা অর্জন করবে। বৈষয়িক উন্নতি ও কল্যাণ লাভ করবে। সমাজের মর্যাদা অর্জন করবে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তার মূল লক্ষ্য থাকবে মহান আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা।

এক কথায়, তাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যোগ্যতার বলে সমস্ত অবদান রাখতে হবে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে। এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই তাকে আদর্শ ছাত্র হতে হবে। কারণ আদর্শ ছাত্র হতে পারলেই ভবিষ্যতে সে প্রশস্ত পরিসরে কাজ

করতে পারবে। আদর্শ হওয়াকে গ্রহণ করতে হবে মূল লক্ষ্য অর্জনের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে। তাই তুমি জীবনের এই প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে নাও।

৩. প্রবল করো ইচ্ছা শক্তি

ইচ্ছা শক্তির চাইতে বড় কোনো বীর নেই। যার ইচ্ছা- শক্তি দুর্বল, তার পক্ষে পৃথিবীতে কোনো মহত কাজ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁদের ইচ্ছা শক্তির বলেই শ্রেষ্ঠ হয়েছেন। প্রবল ইচ্ছা শক্তি থাকলে তুমি অবশ্যি ভালো ছাত্র হবে। হবে আদর্শ ছাত্র। সমস্ত কঠিন কাজ তোমার কাছে সহজ হয়ে যাবে। সমস্ত উপায় উপকরণ তোমার আয়ত্তে চলে আসবে। সব কিছুকে নিয়ে আসতে পারবে তুমি নিজের হাতের মুঠোয়। তাই সমস্ত অজানাকে জানার জন্যে, সমস্ত কঠিনকে সহজ করার জন্যে তোমার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে অদম্য ইচ্ছাশক্তি **(Willpower)**। তোমার মধ্যে থাকতে হবে আদর্শ হবার মাধ্যমে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুবার তীব্র আকাংখা। থাকতে হবে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা, অদম্য প্রেরণা এবং অনির্বাণ বাসনা ও স্বপ্নসাধ। তা যদি পারো, দেখবে, তুমি অন্যদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছো অনেক দূর, অনেক পথ।

৪. পূর্ণ মনোযোগ দাও

মহান আল্লাহ বলেছেন : যখন তোমাকে কুরআনের বাণী শুনানো হবে, তুমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তা শুনো। ছাত্রদের জন্যে মনোযোগ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। মনোযোগ বিদ্যুতের মতো। বিদ্যুত যদি থাকে, তুমি সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলবে, ফ্যান ঘুরবে, কল কারখানা চলবে। আর বিদ্যুৎ যদি না থাকে, তবে যতোই তুমি সুইচ টিপো বাতি জ্বলবেনা। ফ্যান ঘুরবেনা। কল কারখানা চলবেনা। ঠিক তেমনি, তুমি যদি মনোযোগী না হও, তবে তুমি যতোই পড়ো, তোমাকে যতোই পড়ানো হোক, তোমার মনের বাতি জ্বলবেনা। তোমার অনুভূতির ফ্যান ঘুরবেনা। তোমার মস্তিষ্কের কল কারখানা চলবেনা। কিন্তু তুমি যদি তোমার প্রবল

ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগিয়ে পূর্ণ মনোযোগী হও, তবে তোমার অন্তরের বাতি জ্বলে উঠবে, অনুভূতি সতেজ হবে, মস্তিষ্ক গতিশীল হবে। তখন তুমি যা পড়বে, যা শুনবে, যা দেখবে সবই বুঝবে। তখন সবই তোমার অনুভূতিতে নাড়া দেবে। তখন তোমার মন মস্তিষ্ক সবকিছু ধারণ করে রাখবে। এভাবে বিকশিত হতে থাকবে তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা।

৫. সুন্দর করে পড়ো

অনেকে সঠিকভাবে পড়তে জানেনা। সঠিকভাবে পড়তে না জানলে, সঠিকভাবে বুঝাও যায়না। সঠিকভাবে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কয়েকটি দিক আছে :

এক. সঠিক উচ্চারণ : প্রতিটি বর্ণেরই উচ্চারণের স্থান আছে। তোমাদের কণ্ঠ, জিব, তালু, নাক, ঠোঁটসহ মুখ গহবরের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বর্ণ উচ্চারিত হয়। তোমাকে প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণের স্থান জেনে নিতে হবে এবং সঠিক ধ্বনি প্রয়োগের মাধ্যমে তা উচ্চারণ করতে হবে।

দুই. স্পষ্ট উচ্চারণ : উচ্চারণের স্থান এবং সঠিক ধ্বনি প্রয়োগের বিষয়টি জানা থাকলেও অনেকেরই উচ্চারণ স্পষ্ট ও যথার্থ হয়না। এটা হয় অনেক সময় প্রকৃতিগত কারণ এবং আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস করতে হবে।

তিন. যতি চিহ্ন : তুমি পড়া শুরু করলেই দেখতে পাবে কয়েকটি শব্দের পর পরই আসছে কমা. সেমিকলোন; দাঁড়ি। প্রশ্নবোধক চিহ্ন? সম্বোধন চিহ্ন! প্রভৃতি ধরনের বিভিন্ন চিহ্ন। বিরামের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা দাবি আছে, সে দাবি পূরণ করেই তোমাকে পাঠাভ্যাস করতে হবে।

চার. পাঠভংগি : পড়ার মধ্যে কখনো আসে জিজ্ঞাসা, কখনো আসে জিজ্ঞাসার জবাব, কখনো দুঃখের কথা, কখনো ভয়ের কথা, কখনো ধমক, কখনো সান্ত্বনা, কখনো স্নেহের কথা, কখনো শ্রদ্ধার

কথা। এভাবে কতো রকম মনোভাবের কথা আমরা পড়ে থাকি। প্রতিটি মনোভাবের উচ্চারণের ক্ষেত্রে অবশ্যি ভাবের প্রকাশ ঘটাতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যি দৃষ্টি রাখবে।

এ জিনিসগুলো তোমাদের পাঠরীতিকে সুন্দর করবে। পাঠরীতি সুন্দর না হলে পাঠ আকর্ষণীয় হয়না, সে পাঠের প্রভাবও পড়েনা।

৬. বুঝে বুঝে পড়ো

যাই পড়ো বুঝে পড়বে। শিক্ষকের কাছ থেকে যাই শুনো, বুঝে নেবে। আগেই বলেছি, এর জন্যে প্রয়োজন পূর্ণ মনোযোগ। এর জন্যে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় আছে। সেগুলো হলো :

এক. পড়ার সাথে ব্যাপক লেখার অভ্যাস করতে হবে।

দুই. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নোট করতে হবে।

তিন. না বুঝা বিষয়গুলোর প্রশ্ন তৈরি করতে হবে এবং শিক্ষক বা অন্য কারো কাছ থেকে অবশ্যি বুঝে নিতে হবে।

চার. প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি সাজিয়ে লেখার জন্যে নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

পাঁচ. চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

ছয়. মস্তিষ্ককে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিতে হবে।

সাত. ধৈর্যশীল হতে হবে।

আট. অনুশীলন করতে হবে। নিজে যা বুঝলে তা অন্যকে সুন্দরভাবে বুঝাতে চেষ্টা করতে হবে। নিজে যা বুঝলেনা তাও অন্যদের সাথে আলোচনা করতে হবে। এভাবে বুঝ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নয়. কতটুকু বুঝলে মূল্যায়ন করতে হবে।

৭. সিলেবাসের মধ্যে নিজেকে বন্দী করোনা

আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম খুবই সংকীর্ণ। এর ভিত্তিতে যে সিলেবাস তৈরি হয়েছে, তাও নিতান্তই সীমিত জ্ঞানের বাহক।

একজন আদর্শ ছাত্র-কে শুধুমাত্র সিলেবাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলে চলবেনা। জ্ঞান সমুদ্রে ডানা মেলে দিতে হবে তাকে। আমাদের জাতীয় সিলেবাসে বিশেষ করে আত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান লাভের সুব্যবস্থা নেই। এজন্যে প্রত্যেক মুসলিম ছাত্রকেই তার সিলেবাসের বাইরে আল কুরআন, হাদীস, শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের সমসাময়িক জ্ঞান রাখতে হবে।

৮. আদর্শ চরিত্র গঠন করো

আদর্শ ছাত্রকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। আদর্শ চরিত্রের অধিকারী না হওয়াটা একজন ছাত্রের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। আদর্শ চরিত্র গঠন কিন্তু আমাদের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্মের নির্দেশ ও নীতিমালা অবশ্যি মেনে চলা উচিত। একজন মুসলমান ছাত্রকে জ্ঞানে ও চরিত্রে অবশ্যি আদর্শ মুসলমান হতে হবে। যদি সে এটা করতে না পারে, তবেতো তার জীবন সুন্দর ও আদর্শ হতে পারেনা। প্রিয় নবী সা. বলেছেন :

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচে' ভালো।

আরো কটি কথা

এ যাবত আমি আটটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইংগিত করলাম।

আদর্শ ছাত্র হবার জন্যে এছাড়াও আরো কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সেগুলো হলো :

৯. সময় : সময়ের মূল্য দেবে। হেলায় বা অনর্থক সময় নষ্ট করোনা।

১০. পরিকল্পনা :পরিকল্পনা মাফিক জীবন যাপন করবে। অর্থাৎ পড়ালেখা, বিশ্রাম, ক্লাস করা, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন, আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনসহ যাবতীয়

কাজের জন্যে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার আলোকে রুটিন তৈরি করে কাজ করবে।

১১. নিয়ম-শৃংখলা : নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা মেনে চলবে।

১২. সুযোগ : সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।

১৩. পরিশ্রম : কঠোর পরিশ্রম করবে ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেবে।

১৪. খাদ্য : সুষম খাদ্য গ্রহণ করবে।

১৫. শরীর চর্চা : নিয়মিত শরীর চর্চা করবে।

১৬. আত্মবিশ্বাস : সবসময় আত্মবিশ্বাসী থাকবে।

১৭. পরিবেশ : নিজের পরিবেশকে নিজের অনুকূলে রাখবে।

১৮. বুদ্ধিমত্তা : সকল কাজ বুদ্ধিমত্তার সাথে করবে।

১৯. শ্রদ্ধা : পিতামাতা ও শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করবে।

২০. উদারতা : উদার ও সদয় মনের অধিকারী হবে।

২১. মিষ্টভাষী : মিষ্টভাষী ও বিনয়ী হবে।

এই সবগুলো জিনিসই আদর্শ ছাত্র হবার সহায়ক। এগুলোর প্রতি যে গুরুত্ব দেবেনা, তার আদর্শ ছাত্র হবার পথ হবে অন্ধকার। আর এই বিষয়গুলো হলো পথের আলো। এগুলো ছাত্র জীবনকে করে তোলে প্রস্ফুটিত, নির্মল ও দীপ্ত সতেজ।

সর্বশেষ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হলো দোয়া বা প্রার্থনা। মহান আল্লাহর কাছে তুমি প্রার্থনা করবে অবিরত। তুমি যেনো আদর্শ ছাত্র হতে পারো। ফুলকুঁড়ি যেমন ফুল হয়ে ফুটে উঠে। তেমনি তোমার জীবনও যেনো ফুলের মতো ফুটে উঠে, সেই প্রার্থনা করো হৃদয় খুলে মহা মনিব আল্লাহর দরবারে। প্রিয় রসূল সা. আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতেন :

"প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণময় জ্ঞানের প্রার্থনা করছি।"

"হে আল্লাহ! তুমি এমন জ্ঞান থেকে আমাকে দূরে রাখো, যাতে কোনো কল্যাণ নেই।"

৪

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো

১. কুরআন কি?

মানুষ যেমন আল্লাহর দাস, ঠিক তেমনি মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধিও বটে। প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করবার সময়ই আল্লাহ্ ফেরেশতাদের জানিয়ে দেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাবো। অতপর আল্লাহ্ আদম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করলেন। কিছুকাল তাঁদেরকে জান্নাতে বসবাস করতে দিলেন। সেখানে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের সাথে তাঁরা অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন। তারপর...........

তারপর মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবার জন্যে তাঁদের পৃথিবীতে পাঠালেন। পাঠাবার সময় বলে দিলেন :

'অতপর আমার পক্ষ থেকে জীবন যাপনের যে নিয়মনীতি তোমাদের কাছে আসবে, যারা আমার সেই নিয়মকানুন মেনে চলবে, তাদের কোনো ভয় ভাবনা থাকবেনা।'
(সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত : ৩৮)

ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আদম সন্তানদের সংখ্যা বাড়তে থাকলো। তারা ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বময়। আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেক বংশগোত্র ও জাতির মধ্যে নবী রসূল পাঠাতে থাকেন। নবী মানে- সংবাদ বাহক। রসূল মানে- বাণী বাহক। প্রত্যেক বংশ গোত্র ও জাতির মধ্য থেকেই আল্লাহ তাঁর বাণী বাহক নিযুক্ত করেন। এই নবী রসূলদের কাছেই আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত জীবন যাপনের বিধান পাঠান। নবী রসূলগণ মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে এবং আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলতে বলেছেন।

মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্যে সর্বশেষ রসূল নিয়োগ করেন আরব দেশের মক্কা নগরীর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাঁর পরে আর কোনো নবী রসূল আসবেনা। কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আল্লাহ তা'আলা জীবন যাপনের যে বিধান পাঠিয়েছেন তারই নাম আল কুরআন। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর উপর আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এরি মধ্যে রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জীবন যাপনের সঠিক নিয়ম কানুন। এই বিধান ও নিয়ম কানুন যারাই মেনে চলবে, যারাই অনুসরণ করবে এই পথ, তাদের থাকবেনা কোনো ভয় কোনো ভাবনা। খুশি হয়ে আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে নেবেন জান্নাতে। যেখান থেকে মানুষের পিতা আদম আলাইহিস সালাম এসেছিলেন এই পৃথিবীতে।

এই হলো কুরআন। তেইশ বছর যাবত অল্প অল্প করে নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে এ কুরআন। এর প্রতিটি শব্দ বর্ণ আল্লাহর অবতীর্ণ। এতে কোনো প্রকার শোবা সন্দেহ নেই। ভুলভ্রান্তি নেই। এর প্রতিটি বাক্য অনাবিল সত্য। মহাসত্য এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি তত্ত্ব। এর অনুসরণ ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবেনা। এছাড়া পাবেনা আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এই হলো আল কুরআন। আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর মনোনীত জীবন যাপনের পথ এরি মধ্যে দেখানো হয়েছে। এ কুরআনকে কেউ বিকৃত করতে পারবেনা। এর হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর।

এতে ১১৪টি সূরা আছে। প্রথম সূরা আল ফাতিহা। শেষ সূরা আন নাস। সবচাইতে বড় সূরা আল বাকারা। প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে ৯৬ নম্বর সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। আল কুরআনের সবচাইতে বড় আয়াত হলো সূরা বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত। এ গ্রন্থে মুহাম্মদ সা. ছাড়াও অতীতের ২৪ জন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে।

এই হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। মহান আল্লাহর নিজের কিতাব। এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'মানুষ'। এতে সুস্পষ্ট ভাবে মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. কুরআন কেন পড়বো?

আমরা বুঝতে পারলাম, আল কুরআন কি? হ্যাঁ :

- আল কুরআন মহান আল্লাহর কিতাব।
- এটি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- এ কিতাব নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়।
- এর প্রতিটি অক্ষর সত্য।
- এর প্রতিটি বাণী সত্য।
- এর মধ্যে কোনো শোবা সন্দেহ নেই। ভুল ভ্রান্তি নেই।
- এর হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর।
- এ মহাগ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাঁর মনোনীত জীবন যাপনের বিধান পাঠিয়েছেন।
- এরি মধ্যে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে মানুষের মুক্তির পথ, সাফল্যের পথ, জান্নাতের পথ।
- এ কিতাবের অনুসরণই আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায়।
- এরি মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ।
- আল্লাহকে পাবার পথ এরি মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে।
- এ মহাগ্রন্থই জান্নাতে যাবার সিঁড়ি।

আমরা নিখিল জগতের স্রষ্টা ও মালিক মহান আল্লাহর পরিচয় জানি। আমরা জানি তিনি এক ও একক। তাঁর আত্মীয় স্বজন নেই। সমকক্ষ কেউ নেই। প্রতিপক্ষ কেউ নেই। সবাই এবং সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। তাঁরই দাসানুদাস। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই। সবার উপর এবং সব কিছুর উপর তাঁর দুর্জয় কর্তৃত্ব রয়েছে বলবৎ।

সবকিছুর মতো তিনি মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন তাঁরই দাসত্ব করার জন্যে। তাঁরই হুকুম পালন করার জন্যে। তবে তিনি মানুষকে তাঁর

হুকুম পালন করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি এ স্বাধীনতা দিয়েছেন মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্যে। তিনি দেখতে চান, চলার স্বাধীনতা পেয়েও মানুষ তাঁর পথে চলে কিনা? যেসব লোক নিজেদের স্বাধীনতাকে তাঁর দেয়া বিধানের অধীন করে নেবে, তারাই সাফল্য লাভ করবে। তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করবে। লাভ করবে জান্নাত।

তিনি পরম দয়ালু। পরম করুণাময়। তিনি মানুষকে কাজ করার শুধু স্বাধীনতাই দেননি, সাথে সাথে কোন্‌টি ভালো কোন্‌টি মন্দ- তাও জানিয়ে দিয়েছেন। কোন্ কাজ ন্যায় কোন্ কাজ অন্যায়- তা বলে দিয়েছেন। মুক্তির পথ এবং শাস্তির পথ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা পাবার পথ বলে দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিরাগভাজন হবার পথ। এজন্যেই তিনি রসূল নিযুক্ত করেছেন। কুরআন নাযিল করেছেন। রসূল সা. কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

এখন হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। যে কেউ নিজের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সত্যের পথে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে পারে। আবার চলতে পারে আল্লাহর অপছন্দের পথে, ধ্বংসের পথে।

এটা মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের মুক্তির পথ জানিয়ে দিয়েছেন। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার পথ বলে দিয়েছেন। তাই আমরা মুক্তি চাই। আমরা...............

আমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলতে চাইনা।
আমরা আল্লাহর বিরাগ ভাজন হতে চাইনা।
আমরা মিথ্যা বাতিলের পথে চলতে চাইনা।
আমরা মন্দ পথে হাঁটতে চাইনা।
আমরা অন্যায় পথে পা বাড়াতে চাইনা।
আমরা চাইনা নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে।
আমরা চাইনা জাহান্নামের গহবরে তলিয়ে যেতে।
আমরা চাইনা পাপিষ্ঠদের সাথি হতে।

শুধু 'আমরা চাইনা' বললেইতো হবেনা। এগুলি থেকে বাঁচার উপায়ও আমাদের জানতে হবে। কিভাবে জানবো সে উপায়?

হ্যাঁ, জানার উপায় হলো 'আল কুরআন'। আমরা যা কিছু চাইনা, তা থেকে বাঁচার উপায় জানতে হলে আল কুরআন পড়তে হবে। আল কুরআন সবকিছু স্পষ্ট করে বলে দেবে। জানিয়ে দেবে বাঁচার উপায়।

আমরা ন্যায়ের পথে চলতে চাই।
আমরা সত্যের পথে চলতে চাই।
আমরা চলতে চাই আলোর পথে।
আমরা চলতে চাই আল্লাহর পছন্দের পথে।
আমরা চলতে চাই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে।
আমরা চলতে চাই মুক্তির পথে।
আমরা গড়তে চাই পবিত্র জীবন।
আমরা পেতে চাই আল্লাহর ভালোবাসা।
আমরা পেতে চাই জান্নাতুন নায়ীম।

হ্যাঁ আমরা এগুলি চাই। মন দিয়ে চাই। প্রাণ দিয়ে চাই। জান মাল দিয়ে চাই। কিন্তু কেবল চাইলেই তো হবেনা। পাবার উপায়টাতো জানতে হবে। কিভাবে জানবো সে উপায়?

আল কুরআন। আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে কুরআনের কাছে। কুরআন বলে দিয়েছে এগুলি পাবার পথ। পষ্ট পষ্ট করে সবকথা বলে দিয়েছে কুরআন। জানিয়ে দিয়েছে আমরা যা চাই তা পাবার উপায়। বলে দিয়েছে আমাদের এসব চাওয়া পাওয়ার সঠিক পথ। সহজ পথ, সরল পথ। দেখিয়ে দিয়েছে সিরাতুল মুস্তাকীম।

তাই কুরআন আমাদের পড়তে হবে।
কুরআন আমাদের বুঝতে হবে।
উপলব্ধি করতে হবে কুরআনের মর্মবাণী।
হৃদয়ের মাঝে গেঁথে নিতে হবে কুরআনের শিক্ষা।

সেই সাথে, আমাদের জীবনকে সাজাতে হবে কুরআনের রঙে। কুরআনের প্রতিটি হুকুম পালন করতে হবে অক্ষরে অক্ষরে।

কুরআনের শিক্ষায় চালাতে হবে আমাদের জীবন ধারা। অটল অবিচল হয়ে থাকতে হবে এ পথে। মোট কথা-

জীবনকে বুঝতে হলে
বুঝতে হবে কুরআন,
জীবনকে গড়তে হলে
মানতে হবে কুরআন।

৩. কেমন করে বুঝবো কুরআন?

তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, কেমন করে বুঝবো কুরআন? হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন! এসো আলোচনা করে দেখি, কিভাবে বুঝা যাবে আল্লাহর কালাম আল কুরআন? আসলে কোনো কিছু বুঝার পথ দুটি :

১. পড়ে বুঝা,
২. শুনে বুঝা।

কুরআন বুঝার পথও এ দুটি।

কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সরাসরি কুরআন পড়ে বুঝতে হলে আরবি ভাষা শিখতে হবে। আরবি ভাষা আল্লাহর বাণী আল কুরআনের ভাষা। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করা যায় এভাষায়। বিশ্বের বহু কটি দেশের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবি।

সবচাইতে বড় কথা হলো, আল্লাহর কালাম বুঝার জন্যে যে আরবি ভাষা শিখবে, আল্লাহর কাছে সে বড়ই মর্যাদাবান হবে। পার্থিব উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের লোকেরা ইংরেজি ভাষা শিখে থাকে। আল কুরআনকে বুঝার উদ্দেশ্যে আরবি ভাষা শেখা তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে যারা আরবি ভাষা শিখেনি বা শিখতে পারবেনা, কুরআন বুঝা তাদের জন্যেও কঠিন নয়। কারণ, আমাদের মাতৃভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে, কুরআনের ব্যাখ্যা হয়েছে। তাই যারা সরাসরি আরবি ভাষায় কুরআন বুঝবেনা, তারা পরোক্ষভাবে নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ ও তাফসীর পড়ে কুরআন বুঝতে পারে। সুতরাং আরবি জানা এবং আরবি না জানা উভয় ধরনের শিক্ষিত

লোকের পক্ষেই কুরআন বুঝা সহজ। প্রয়োজন শুধু মহান আল্লাহর এই কালামকে বুঝার প্রবল আগ্রহ এবং ইচ্ছার। আর যারা নিরক্ষর পড়তেই জানেনা, তারাও জানা লোকদের কাছে শুনে শুনে কুরআন বুঝতে পারে।

৪. কুরআন জীবন পথের আলো

মহান আল্লাহ কুরআনকে 'নূর' বা 'আলো' বলেছেন। সত্যি কুরআন আলো। মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও অকল্যাণ কিসে, মানুষ তা জানেনা। এ সম্পর্কে মানুষ অন্ধকারে আছে। এ অন্ধকার থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে মহান আল্লাহ আলোর দিশা নিয়ে আল কুরআন পাঠিয়েছেন। কুরআনেই তিনি বলছেন :

- 'কুরআন মানুষকে সত্য সঠিক পথের দিশা দেয়।'
- 'কুরআন মানুষের জন্যে জীবন চলার পথের আলো।'
- 'কুরআন সঠিক পথের নির্দেশিকা।'
- 'কুরআন সত্য মিথ্যা ও ভালো মন্দের পরখ দেখিয়ে দেয়।'
- 'কুরআন মানুষকে উন্নত করে উপরে উঠায়।'
- 'আমি কুরআন নাযিল করেছি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে।'

কুরআন আমাদের স্রষ্টা, আমাদের মালিক মহান আল্লাহর বাণী। কুরআন আমাদের পড়তে হবে। বুঝতে হবে। মানতে হবে। তাই

Let us read the Qura'n to know,

Let us read the Qura'n to follow.

এসো জানার জন্যে কুরআন পড়ি,
এসো মানার জন্যে কুরআন পড়ি।

প্রিয় নবী সা. বলেছেন : 'কুরআন আল্লাহর রজ্জু। যে আল্লাহর রজ্জু ধরলো সে মুক্তি পেলো।'
তিনি আরো বলেছেন : 'তোমাদের মাঝে উত্তম সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদের শিখায়।'

৫

আদর্শ জীবনের শ্রেষ্ঠ মডেল

১. কে সেই মডেল?

তুমি কি সুন্দর জীবন গড়তে চাও? শ্রেষ্ঠ জীবন গড়তে চাও? তবে শুনো, শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবন অনুসরণ করেই শ্রেষ্ঠ জীবন গড়তে হয়। কে সেই সর্বোত্তম মানুষ? মহানবী মুহাম্মদ সা.-ই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর জীবন শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুপম আদর্শ। তাঁর জীবনই আদর্শ জীবনের মডেল। তাঁর শিক্ষা সুন্দর অনাবিল জীবন গড়ার হাতিয়ার।

উন্নত জীবন চাও? শ্রেষ্ঠ জীবন চাও? মনুষত্বের মহত্ব চাও! আদর্শ জীবন চাও? পবিত্র জীবন চাও? বীরত্ব বাহাদুরির জীবন চাও? জীবনে যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ চাও? আল্লাহর রসূলের জীবনই সকল সুন্দর ও শ্রেষ্ঠত্বের মডেল। এসো আমরা তাঁর জীবন দেখে জীবন গড়ি। কারণ, তাঁর জীবনইতো আদর্শ জীবনের আলোর মিনার। তাইতো মহান আল্লাহ তাঁকে 'আলোর প্রদীপ' বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন :

'তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-২১)

তাই এসো, সে প্রদীপের আলোতে আমাদের জীবনকে দীপ্ত করি। তাঁর উত্তম আদর্শে আমাদের জীবনকে করি আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

২. মহোত্তম গুণাবলীর মূর্তপ্রতীক

কুরআনে যতো মহত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর সমাহার ঘটেছিল প্রিয় নবীর জীবনে। তাই তিনি ছিলেন কুরআনের মূর্ত প্রতীক। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুলোক হযরত

আয়েশার রা. কাছে তাঁর জীবন চরিত্র কেমন ছিলো জানতে চাইলে তিনি তাদের পাল্টা প্রশ্ন করেন : 'কেন তোমরা কুরআন পড়নি? কুরআনই তাঁর জীবন চরিত্র'। কুরআনে বর্ণিত সকল গুণ বৈশিষ্ট, চরিত্র মাধুর্য, স্বভাব প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের বাস্তব নমুনা ছিলেন তিনি। সকল দিক থেকেই তাঁর সীরাত ছিলো নিষ্কলংক, নিখাদ। অনাবিল পূত পবিত্র। তাইতো কুরআন তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেয় :

'হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা সতর্ককারী আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পাঠিয়েছি।' (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত ৪৫-৪৬)

'তোমাকে পাঠিয়েছি গোটা জগতের অনুগ্রহ স্বরূপ।'
(সূরা-২১ আম্বিয়া : আয়াত ১০৭)

'এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে তুমি তাদের প্রতি অমায়িক।'
(সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯)

রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ইনসানে কামিল। তাঁর জীবন ধারায় সমাহার ঘটেছিল সমস্ত প্রশংসনীয় মানবিক গুণাবলীর। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন :

'হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা কলম : ৪)

সততা, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা ছিলো তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মৌলিক দিক। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি সোনার মানুষ। ছিলেন নিখাদ, নিখুঁত। সত্য পথ থেকে কখনো তিনি বিচ্যুত হননি। জীবনে কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি। চরম শত্রুও তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি আস্থাশীল ছিলো। জাতির লোকেরা 'পরম বিশ্বাসী' বা 'আল আমীন' বলে তাঁকে সম্বোধন করতো। জাগতিক স্বার্থে তারা যখন তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করে, তখনো তাঁর নিকট গচ্ছিত ছিলো তাদের আমানত। জানের দুশমনদের আমানতও ফেরত দেবার ব্যবস্থা করেই তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। কেবল ইনসানে কামিলের পক্ষেই এতো বড়ো বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়া

সম্ভব! 'ইনসানে কামিল' মানে সকল মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ অধিকারী পূর্ণাংগ মানুষ।

কখনো মিথ্যা কথা তিনি বলেননি। সত্য বিরোধী একটি কথাও তাঁর জবান থেকে কখনো বের হয়নি। কোনো ধরনের অন্যায় কথা তাঁর জবানকে কলুষিত করতে পারেনি। তাই স্বয়ং আসমান যমীনের মালিক তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন :

'তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ) কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। কখনো চিন্তাভ্রষ্ট হয়নি আর মনের খেয়ালখুশিমতো কোনো কথাও সে বলে না।' (সূরা-৫৩ আন নাজম : আয়াত ২-৩)

তিনি ছিলেন মানুষের কল্যাণকামী মহামানব। মানুষের প্রতি ছিলো তাঁর পরম ভালোবাসা। মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণে তিনি চরম মনোকষ্ট পেতেন। দারুণ মর্মাহত হতেন। মুমিনদের প্রতি ছিলেন তিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুনাময়। কুরআন তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্টটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে :

'তোমাদের কাছে স্বয়ং তোমাদেরই থেকে একজন রসূল এসেছে। তোমাদের অকল্যাণ হয়, এমন প্রতিটি জিনিস তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের পরম কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি স্নেহ মমতার সাগর।' (সূরা-৯ তওবা : আয়াত-১২৮)

আসলে বিশ্ব নিখিলের মালিক গোটা বিশ্ব জগতের কল্যাণের জন্যেই তাঁকে প্রেরণ করেছেন।

তাই তো দেখা যায়, মানুষকে সত্য পথে আনার জন্যে সর্বক্ষণ তিনি ব্যাকুল থাকতেন। সদা পেরেশান থাকতেন। মানুষ কুফরীর উপর অটল থাকার জন্যে জিদ ধরলে তাঁর মনে দারুণ ব্যথা লাগতো। তিনি তাদের জন্যে দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন। তাঁর এই বৈশিষ্টটি কুরআন চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে :

'হে মুহাম্মদ! তারা যদি এই কথার প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদের জন্যে দুঃখ চিন্তায় নিজের জীবনটাই কি তুমি হারিয়ে ফেলবে!' (সূরা -১৮ আল কাহাফ : আয়াত-৬)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী। পরম অমায়িক। এ কারণেই মানুষ তাঁর প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। স্বয়ং কুরআন তাঁর অমায়িক চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করে :

'এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল, অমায়িক। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে তোমার চারপাশ থেকে এরা সবাই সরে পড়তো।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

তিনি এতোই অমায়িক ছিলেন যে সারা জীবন যে তাঁর দুশমনি করেছে, তার জন্যেও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি এমন শত্রুর জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, যাদেরকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেননা :

'তুমি যদি সত্তরবারও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না।' (সূরা-৯ তাওবা : আয়াত-৮০)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগে পিছের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন (সূরা আল ফাতাহ : ২) তারপরও তিনি রাত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা জেগে আল্লাহর ইবাদত করতেন। তাঁকে স্মরণ করতেন। তাঁর দরবারে কান্নাকাটি করতেন :

'তোমার প্রভু জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাকো।' (সূরা -৭৩ আল মুজ্জাম্মিল : আয়াত-২০)

সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আপনার তো আগে পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে, তারপরও কেন এতো ইবাদত করেন? তিনি জবাব দেন : সেজন্যে আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবোনা?

তিনি ছিলেন যেমনি সব মানুষের চাইতে বড় দানশীল, তেমনি ছিলেন সবার সেরা নির্ভীক বাহাদুর। দানের ক্ষেত্রে যেমনি তিনি কোনো মানুষকে কখনো বিমুখ করেননি, তেমনি সাহসের ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধের ময়দানে সঙ্গীহীন অবস্থায়ও পিছে হটেননি কখনো। তাঁর খাদেম আনাস রা. বলেছেন :

নবী করীম সা. ছিলেন সবার সেরা পরোপকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী বীর এবং সর্বাপেক্ষা দানশীল। (সহীহ বুখারি)

বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও মালিক তাঁর যে দাসটিকে আখেরি রসূল মনোনীত করেছেন, তিনি যে কতোটা সুন্দর, চমৎকার, অমায়িক ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সে কথা এ আলোচনা থেকে অনায়াসে বুঝা যায়।

তিনি যে সমাজে জন্ম নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বড় হয়েছিলেন, আল্লাহর পথে যারা তাঁর সাথি হয়েছিল, তারা তাঁর চরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যদি তুমি দেখো বিস্মিত হবে! দেখবে তাঁদের বর্ণনা কুরআনে অংকিত চিত্রেরই বাস্তব রূপায়ণ। কুরআন তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট বর্ণনায় যে কটি শব্দ প্রয়োগ করেছে, তার প্রতিটিই এক একটি হীরক খন্ড। আর তাঁর সাথিরা তাঁর সীরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেনো ঐ হীরক খন্ডগুলো থেকেই বিচ্ছুরিত অনাবিল আলো। এসো দেখি তাঁর সাথিরা তাঁর সম্পর্কে কী বলেন?

৩. সাথিদের চোখে কেমন ছিলেন তিনি?

রসূলে করীমের মহোত্তম জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর ঘনিষ্ট ও প্রিয় সাথি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

'তিনি কখনো অশ্লীল কথা বলেননি। মন্দ কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোয়নি। ভনিতা করেননি কখনো তিনি। হাঁটে বাজারে চিৎকার করে কথা বলেননি। অন্যায়ের বদলে অন্যায় করেননি। মন্দের মোকাবেলা করেছেন ন্যায় ও ক্ষমাশীলতা দিয়ে। জিহাদের ময়দান ছাড়া কারো উপর তিনি হাত তোলেননি কখনো। সেবকদের কখনো মারেননি। নিজের জন্যে কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি। দুটি জিনিসের একটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে সহজটি বেছে নিতেন। নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ধুইতেন। বকরীর দুধ নিজে দুহাতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেননা। মানুষের মন রক্ষা করতেন। কারো মনে কষ্ট দিতেননা। সব সাথিদের খোঁজখবর

নিতেন। তাঁর ব্যবহার ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। কারো কথা শুনার সময় মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বিরক্ত হতেননা। আল্লাহকে স্মরণ করে ওঠা বসা করতেন। উপস্থিত সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখতেন। প্রত্যেকেই মনে করতো তাঁর কাছে সেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেননা। কেউ কথা বলতে চাইলে তার প্রয়োজন মতো সময় দিতেন। তিনি সকলের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। তিনি কারো দোষ দিতেননা। ঝগড়া বিবাদ করতেননা। অহংকার করতেননা। অর্থহীন কথাকাজ থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তাঁর সাথিরা পিনপতন নিরবতা অবলম্বন করতো। তাঁর কথা শেষ হলেই তারা কথা বলতো। কারো কথার মাঝে তিনি কথা বলতেন না। তিনি অমায়িক ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। ছিলেন বিশ্বস্ত, কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর সাথিরা ছিলেন তাঁর জন্যে পাগল পারা।' (শামায়েলে তিরমিযি)

উম্মুল মুমিনীন খাদীজার রা. আগের ঘরের ছেলে হিন্দ ইবনে আবী হালা বলেন : 'রসূলুল্লাহ সা. সব সময় আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। কথা বলার সময় প্রতিটি কথা পৃথক পৃথক উচ্চারণ করে স্পষ্ট ভাষায় বলতেন। তাঁর কথাবার্তা ছিলো পরিচ্ছন্ন, মৌলিক ও অকাট্য। তিনি কঠোর ভাষী ছিলেননা, আবার ব্যক্তিত্বহীনও ছিলেননা। তিনি কাউকে লজ্জা দিতেননা। অপমানিত করতেননা কাউকেও। তিনি আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের কদর করতেন। খাবার সামনে এলে কখনো দোষ বলতেননা। কোনো জাগতিক বিষয়ে তিনি কখনো রাগ করতেননা। কিন্তু আল্লাহর অধিকার নষ্ট হতে দেখলে তিনি অত্যন্ত রাগ করতেন। নিজের জন্যে তিনি কখনো রাগ করেননি। প্রতিশোধ নেননি কখনো। অধিকাংশ সময় মুচকি হাঁসতেন। তখন তাঁর শিশির স্বচ্ছ মুক্তোর মতো দাঁতগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতো।' (শামায়েলে তিরমিযি)

আনাস রা. বলেন : 'তিনি ছিলেন সবচে ভদ্র, কোমল ও অমায়িক মানুষ। তিনি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। সবার সাংসারিক খোঁজ খবর নিতেন। ছেলে মেয়েদের সাথে হাস্যরস করতেন। শিশুদের আদর করে কোলে তুলে বসাতেন। ছোটবড়ো সকলের দাওয়াত তিনি কবুল করতেন। দূরে হলেও রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতেন। তিনি মানুষের ওযর কবুল করতেন।'

'তিনি শিশু কিশোরদের অত্যন্ত আদর করতেন। একবার এক মহিলা তার কোলের শিশু নিয়ে তাঁর কাছে আসে। তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। শিশুটি তার কোলে পেশাব করে দেয়।'

'শিশুর কান্না শুনলে তিনি নামায সংক্ষেপ করতেন। যে কোনো শিশু কিশোর তাঁর হাত ধরে তাঁকে যতদূর ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারতো। আব্বা আম্মা বকা দিলে তারা তাঁর কাছে এসে নালিশ করতো। এ থেকেই বুঝা যায় তিনি তাদের কতটা আদর করতেন!'

আনাস রা. বলেন : 'আমি দশ বছর তাঁর সবায় নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমাকে কখনো, 'উহ্' পর্যন্ত বলেননি। কখনো বলেননি এ কাজটি এভাবে কেন করলে? ওভাবে কেন করলেনা?'

শামায়েলে তিরমিযিতে রসূলুল্লাহর স্বভাব প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। মনে হতো যেনো উপর থেকে নিচের দিকে নামছেন। কোনো দিকে ফিরলে পুরো শরীর ঘুরিয়ে নিতেন। তাঁর দৃষ্টি সাধারণত নিচের দিকেই থাকতো। তিনি আড়চোখে তাকাতেন না। কারো সাথে দেখা হলে নিজেই আগে সালাম দিতেন। মাথায় তেল ব্যবহার করতেন। সিঁথি কাটতেন। দাঁড়ি আচড়াতেন। সবকাজ ডানদিকে থেকে শুরু করতেন। তাঁর একটি সুরমাদানি ছিলো। রাত্রে প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। তিনি কিছুতেই হেলান দিয়ে আহার করতেননা। খাবার শেষে আংগুল চেটে খেতেন। তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার শুরু করতেন এবং খাবার শেষ করে

তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। তিনি সুগন্ধি ভালোবাসতেন। তিনি স্মিত হাঁসি হাসতেন।'

বুখারিতে উল্লেখ হয়েছে। আনাস রা. বলেন : 'রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ।'

৪. আপন বাণীতে ভাস্বর তিনি

এযাবত মহানবী সা. সম্পর্কে তাঁর সাথিদের বর্ণনার আলোকে একটি ক্ষুদ্র চিত্রাংকণ করা হলো। আল্লাহ তাঁকে 'আলো' এবং 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই চিত্রে সেই প্রদীপের কিছুটা আলোকাভা হয়তো ফুটে উঠেছে। এখান থেকে তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন পথের আলো আর শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার পাথেয় পেয়ে গেছো। তবে শুনো আরেকটি কথা! প্রিয় নবীর বাণীতেও তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবনের মহত গুণাবলীর সন্ধান করো। কারণ তিনি যা বলতেন তাই করতেন। তাই তাঁর কথাও ছিলো তাঁর চরিত্র। আমরা এখানে তাঁর বাণী সমুদ্র থেকে দুচারটি মনি মুক্তা তুলে ধরছি। এসো তাঁর এসব বাণীকে আমরা আমাদের জীবন গড়ার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করি :

১. যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। (তিরমিযি)
২. ন্যায় ও সততা কি? -তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো। ঐ
৩. যার চরিত্র ও ব্যবহার উত্তম তার ঈমান পরিপূর্ণ। (তিরমিযি)
৪. আমার রব আমাকে ৯টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন :

১. গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁকে ভয় করতে ২. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে ন্যায় কথা বলতে ৩. দারিদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে ৪. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে ৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করতে ৬. যে আমার প্রতি অবিচার করে তাকে ক্ষমা করে দিতে ৭. আমার চুপ থাকাটা যেনো চিন্তা গবেষণায় কাটে ৮. আমার কথা বলাটা যেনো হয় আল্লাহকে স্মরণকারী ৯. আর আমি যেনো

ন্যায় কাজের আদেশ দিই। এবং ১০. অন্যায় কাজ থেকে বারণ করি। (সহীহ্ বুখারি)

৫. পরকালে সাফল্য যার লক্ষ্য আল্লাহ্ তার অন্তরে প্রাচুর্য দান করেন। (তিরমিযি)

৬. বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে আত্মসমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জন্যে কাজ করে। (তিরমিযি)

৭. নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে নিজের মন যা চায় তাই করে। (তিরমিযি)

৮. তোমরা হিংসা থেকে মুক্ত থাকো। কারণ হিংসা আমলকে পুড়িয়ে দেয়, যেমন আগুন শুকনো কাঠ পুড়িয়ে দেয়। (আবু দাউদ)

৯. দোষ রটনাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (বুখারি)

১০. গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় সে ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করে। (সহীহ্ মুসলিম)

১১. দয়া ভালোবাসা ও সহানুভূতির দিক থেকে মুমিনরা একটি দেহের মতো। (বুখারি)

১২. সামান্য ভালো কাজকেও তুচ্ছ মনে করোনা। (মুসলিম)

১৩. মুমিন মুমিনের ভাই। (আবু দাউদ)

১৪. মুমিন মুমিনের আয়না স্বরূপ। (আবু দাউদ)

১৫. মুসলমান মুসলমানের ভাই। তাই নিজের ভাইয়ের প্রতি অবিচার করবেনা। তাকে অসহায় ফেলে রাখবেনা। তাকে হেয় করবেনা। (মুসলিম)

১৬. প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হও। (তিরমিযি)

১৭. অপরের জন্যে তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। (তিরমিযি)

১৮. মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি : কথা বলতে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভংগ করে এবং আমানতের খিয়ানত করে। (বুখারি)

১৯. দীন ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ কামনা। (মুসলিম)

২০. যে অবিশ্বস্ত তার ঈমান নাই আর যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনা তার ধর্ম নাই। (বুখারি)

২১. মুসলিম সে, যার কথা ও কাজ থেকে মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। (তিরমিযি)

২২. যার অন্তরে অনুপরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (মুসলিম)

২৩. যে পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে মুমিন নয়। (বায়হাকি)

২৪. পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

২৫. জনপথ, নদীর ঘাট ও ছায়াতলে যে মলত্যাগ করে, সে অভিশপ্ত। (আবু দাউদ)

২৬. তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে তার মৃত্যু কষ্টদায়ক হবেনা : ১. বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সাথে কোমল ব্যবহার। ২. পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা। ৩. অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতি। (তিরমিযি)

২৭. যে দয়া করেনা, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেননা। (বুখারি)

২৮. যমীনবাসীদের দয়া করো। আসমানের মালিক তোমায় দয়া করবেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

২৯. কোনো বাপ তার সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়ার চাইতে ভালো কিছু দান করতে পারেনা। (তিরমিযি)

৩০. মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলম করতে পারেনা। তার প্রতি যুলম হলে তাকে অসহায়ও ছেড়ে দিতে পারেনা। (বুখারি মুসলিম)

৩১. যে ব্যক্তি তার দীনি ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। (বুখারি, মুসলিম)

৩২. যে একজন মুসলমানের একটি কষ্ট দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার একটি কষ্ট দূর করবেন। (বুখারি, মুসলিম)

৩৩. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (মিশকাত)

৩৪. মুসলমানের জন্যে মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জতহানি করা হারাম। (মুসলিম)

৩৫. আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারি, মুসলিম)

৩৬. কুধারণা থেকে মুক্ত থাকো,

৩৭. কারো পিছে গোয়েন্দাগিরি করোনা,

৩৮. কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়োনা,

৩৯. কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হয়োনা,

৪০. একে অপরের শত্রুতা করোনা এবং

৪১. একজন আরেকজনের ক্ষতি সাধন করোনা। (বুখারি)

৪২. একে অপরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা, বন্ধুতা এবং কোমলতার ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতোন, যার একটি অংগ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (বুখারি)

৪৩. একজন মুমিনের জন্যে আরেকজন মুমিনের উদাহরণ হলো একটি অট্টালিকার মতো, যার একটি ইঁট আরেকটি ইঁটকে শক্ত করে আকড়ে ধরে থাকে। (বুখারি, মুসলিম)

৪৪. মুমিনের উপর মুমিনের ছয়টি অধিকার আছে :

১. পীড়িত হলে দেখতে যাবে,

২. মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে,

৩. দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে,

৪. সাক্ষাত হলে সালাম দেবে,
৫. হাঁচি দিলে রহমতের দোয়া করবে এবং
৬. সামনে পিছে তার কল্যাণ কামনা করবে। (মুসলিম)

৪৫. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো। (বুখারি, মুসলিম)

৪৬. তোমরা অবশ্যি সত্যের পক্ষে থাকবে। কারণ সত্য কল্যাণের পথ দেখায়। আর কল্যাণ দেখায় জান্নাতের পথ। (বুখারি, মুসলিম)

৪৭. তোমরা অবশ্যি মিথ্যা বর্জন করবে। কারণ মিথ্যা সীমালংঘনের পথ দেখায় আর সীমালংঘন পথ দেখায় জাহান্নামের। (বুখারি, মুসলিম)

৪৮. সবচাইতে বড় গুণাহের কাজ হলো : আল্লাহর সাথে শরীক করা, বাবামার অধিকার নষ্ট করা, মানুষ হত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারি, মুসলিম)

৪৯. সৎ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ লোকদের সাথি হবে।
(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

৫০. লজ্জা পুরোটাই ভালো। (বুখারি ও মুসলিম)

৫১. যে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন আর যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উপরে উঠান। (মুসলিম)

৫২. আল্লাহ নিজে কোমল, কোমলতাকে তিনি ভালোবাসেন। (মুসলিম)

৫৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারি, মুসলিম)

৫৪. তোমরা কি জানো কোন্ জিনিস মানুষকে সবচাইতে বেশি করে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তাহলো আল্লাহর ভয় আর উত্তম চরিত্র। (তিরমিযি : আবু হুরাইরা)

৫৫. যে ব্যক্তি জেনে শুনে তার কোনো ভাইকে অকল্যাণকর পরামর্শ দিলো, সে খিয়ানত করলো।

৫৬. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। (ইবনে মাজাহ)

৫৭. আল্লাহ মানুষকে যেসব নৈতিক গুণ দান করেছেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ধৈর্য। (মিশকাত)

৫৮. লজ্জা ঈমানের একটি অংশ। (মিশকাত)

৫৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অহংকার বর্জন করে আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

৬০. আল্লাহ সুন্দর তিনি সুন্দরকেই ভালোবাসেন। (মুসলিম)

৬১. যখন তোমার ভালো কাজে তোমার আনন্দ হবে আর মন্দ কাজে অনুশোচনা হবে তখন তুমি হবে ঈমানদার।

৬২. অপবাদদানকারী, অভিসম্পাত দানকারী এবং অশ্লীল ও কটুভাষী ব্যক্তি মুমিন নয়।

৬৩. মিথ্যা সাক্ষ্য শির্কের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়।

৬৪. যে আল্লাহর আনুগত্য রক্ষার জন্যে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেই মুজাহিদ। আর যে আল্লাহর নিষেধ করা কাজ থেকে বিরত থাকে সেই মুহাজির।

৬৫. ধোঁকাবাজি, খোঁটাবাজ ও কৃপণ ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬৬. যে ব্যবসায়ী দাম বাড়ানোর জন্যে খাদ্যদ্রব্য মওজুদ রাখে, সে অভিশপ্ত।

৬৭. সুধারণা একটি ইবাদত। (মুসনাদে আহমদ)

৬৮. প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে জ্ঞানার্জন করা ফরয। (মিশকাত)

৬৯. যে বড়কে সম্মান করেনা আর ছোটদের স্নেহ করেনা সে আমার লোক নয়। (মিশকাত)

৭০. পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। (মিশকাত)

৭১. জান্নাত মায়ের পদতলে। (মিশকাত)

৭২. সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। (বুখারি)

৭৩. নামায আমার চক্ষু শীতল করে। (মিশকাত)

এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় বাণী আমরা উল্লেখ করলাম। একথাগুলো তিনি কেবল তাঁর সাথি ও উম্মতের জন্যে বলে যাননি, বরং তাঁর নিজের জীবন এবং চরিত্রও ছিলো এসব বাণীর মূর্ত প্রতীক। তিনি যা কিছু বলেছেন তাঁর চরিত্রও ছিলো হুবহু সে রকম। তিনি কোনো কিছু বলেছেন অথচ নিজের চরিত্রে তা রূপায়িত করেননি, এমনটি কখনো হয়নি।

তাই এসো, মহানবী সা. এর চরিত্র ও বাণীর আলোকে নতুন পৃথিবী গড়ার জন্যে আমরা শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ি। মহানবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর মতো আদর্শ জীবনের অধিকারী হবার চেষ্টা করি। তিনি যেমন সুন্দর মানুষ আর সুন্দর সমাজ গড়েছিলেন, এসো তেমনি আমরাও শপথ নিই :

সুন্দর জীবন গড়বো, সুন্দর পৃথিবী গড়বো ॥

সেরা জীবন গড়ার সেরা হাতিয়ার সুন্দর বই
সহজে ইসলামকে জানার উপযোগী
আবদুস শহীদ নাসিম-এর উপহার
একগুচ্ছ চমৎকার বই
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
সবার আগে নিজেকে গড়ো
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
নবীদের সংগ্রামী জীবন (১ম খণ্ড)
নবীদের সংগ্রামী জীবন (২য় খণ্ড)
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল
এসো নামায পড়ি
সুন্দর ও সেরা জীবন গড়ার জন্যে
এই বইগুলো পড়ুন
প্রাপ্তিস্থান
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস্ রেলগেইট, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২